দুর্গামণি উজীর

প্রণীত

শ্রেণীমালা

সম্পাদনা

বিদ্যা বাচস্পতি

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণ

ও

ডাঃ জগদীশ গণচৌধুরী

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা
কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

Srenimala Composed by

DURGAMANI UGIR
Edited by M.K. Sahadev Bikram Kishore Debbarman
AND
Dr. Jagadish Gan Choudhuri

প্রকাশকঃ- ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহ শালা কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ:- ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ইং

প্রচ্ছদ:- অলংকরণে মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মন।

মুদ্রাকরঃ- পাইওনীয়ার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস প্যালেস কমপাউণ্ড, আগরতলা

মূল্য:- ৩৫-০০ (পয়ত্রিশ টাকা) মাত্র।

শ্রেণীমালা

রচয়িতা

উজির দুর্গামণি

রচনাকাল

আঃ ১২৩৫-১২৪০ ত্রিপুরাব্দ

আঃ ১৮২৫-১৮৩০ খৃষ্টাব্দ

সম্পাদক

বিদ্যাবাচস্পতি

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম-কিশোর দেববর্ম্মণ

ও

ডঃ জগদীশ গণ-চৌধুরী

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা

কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা। ত্রিপুরা সরকার

উৎসর্গ।

জয়দেব উজির

দুর্গামণি উজির

গোপীকৃষ্ণ উজির

মহারাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী

প্রাক্-কথন

অসম ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্তী প্রাচীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন, যুদ্ধবিগ্রহের নীরব দর্শক নয়, সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী। ফলে ইহার ইতিহাসে আছে নানা নাটকীয় জমকালো, রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষক ঘটনা। ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে দেখা যায় কখনো কালবৈশাখীর ঝড় তুফান, শিলাবৃষ্টি, মেঘের ছুটাছুটি, আবার কখন শরতের শান্ত, সুনীল দিগন্ত।

ত্রিপুরার দুঃস্বপ্নের ইতিহাস আছে শ্রীরাজমালায়। ত্রিপুরার সুদিনের ইতিহাস আছে শ্রেণীমালাতে। কবি দুর্গামণি উজির কারো অনুরোধ বা আদেশে ইহা রচনা করেন নি। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে ইহা রচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে গেছেন; কিন্তু মুদ্রণ করে যেতে পারেন নি।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত বীরবিক্রম গ্রন্থাগারে রক্ষিত থাকা অবস্থায় আমার নজরে এলে আমার পিতৃদেব মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদূর-এর অনুমতিক্রমে নকল করে রাখি।

ত্রিপুরার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে আলোচনা কালে, আমি এই গ্রন্থটির উল্লেখ করলে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ও উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, কমিশনার মিঃ ডি. কে. ত্যাগী মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশে আগ্রহান্বিত হলে আমি সানন্দে উনার হাতে তুলে দেই।

এই কাজে উজির পরিবারের সুযোগ্য সন্তান চিত্রকর স্নেহভাজন শ্রীমান প্রাঞ্জল কৃষ্ণ দেববর্মন উজীর বংশের বংশ লতিকা এই গ্রন্থে সংযোজনে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে হস্তান্তর করে আমার পরম প্রীতিভাজন হয়েছে। তারজন্য আমি কমিশনার মিঃ ডি. কে. ত্যাগী ও শ্রীমান প্রাঞ্জল কৃষ্ণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থ প্রকাশে গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা সহায়ক আমার স্নেহভাজন শ্রীমান অরুণ দেববর্মার শ্রম ও সক্রিয় সহযোগিতা স্মরণীয় থাকবে।

বিনীত

সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণ

ভূমিকা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র উপজাতি জীবন সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন গবেষণামূলক ও দুষ্প্রাপ্য তথ্যে সমৃদ্ধ পুস্তকাদি প্রকাশে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রকাশনা এরই একটি পদক্ষেপ মাত্র।

দুর্গামণি উজীর প্রণীত 'শ্রেণীমালা' গ্রন্থটি বহুদিন ধরেই পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় ইতিহাস সন্ধিৎসু ও আগ্রহী পাঠকদের কাছে নামমাত্র পরিচয় নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে লুক্কায়িত ছিল। বিদ্যা বাচস্পতি মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণ ও ডঃ জগদীশ গণচৌধুরীর উদ্যোগে এই পাণ্ডুলিপিগুলি উদ্ধার করে সম্পাদিত আকারে আমার কাছে প্রকাশের জন্যে প্রদান করেন। তারজন্যে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

'শ্রেণীমালা' ত্রিপুরার রাজন্য শাসিত আমলের বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের উপর একটি প্রামাণ্য দলিল। ত্রিপুরার রাজবংশও অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সামাজিক, বৈবাহিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের ঘটনাবলী বিশেষতঃ কল্যাণ মাণিক্যের আমল হতে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালের মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত সুসংবদ্ধ পদবন্ধে বিবৃত আছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে পাইওনিয়ার অফসেট প্রিন্টিং-এর কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীল চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা শ্রী অরুন দেববর্মার নিরলস শ্রমে সুন্দরভাবে প্রকাশ হওয়ায় আমি উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুস্তকটি সাধারণ পাঠক, গবেষক ও ইতিহাস সন্ধিৎসু পাঠক মহলে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

আগরতলা
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ইং

(ডি কে ত্যাগী)
কমিশনার
ত্রিপুরা সরকার।

অনুক্রমনিকা

'শ্রেণীমালা' নামক এই ঐতিহাসিক কাব্য গ্রন্থটি ত্রিপুরার ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইহা বাংলা ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহার মূল বিষয় হল রাজা, ঠাকুর, উজির, সুবা, নজির, কবরা, কারকোন, দেওয়ান প্রভৃতি পদবীধারী সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের পারিবারিক সম্পর্ক, বিবাহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে কবি এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ-

বংশ শ্রেণী না লিখিলে, না থাকে গৌরব।
ঘ্রানহীন পুষ্প যেন, না থাকে সৌরভ ॥

এই পুস্তকের প্রকরণ তথা বিষয়বস্তুর বিন্যাস অত্যন্ত সুচিন্তিত। গোটা পুস্তকটিকে মোট ছয়টি প্রকরণে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকরণে আছে মহারাজ যযাতি থেকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য পর্যন্ত রাজাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। দ্বিতীয় প্রকরণে আছে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্রদের পারিবারিক কথা। তৃতীয় প্রকরণে ছত্র মাণিক্যের বংশধারা বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ প্রকরণে জগন্নাথ ঠাকুরের পরিবার স্থান পেয়েছে। পঞ্চম প্রকরণে যাদব ও রাজবল্লভ ঠাকুরের বংশ অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। ষষ্ট প্রকরণে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে রাজ-দৌহিত্র, জ্ঞাত, আত্মীয় স্বজন, উজির, নাজির, সুবা, কারকোন, দেওয়ান, কবরা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের বংশ লতিকা, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, কুটুম্বিতা, সামাজিক আদান-প্রদান ইত্যাদি। পুস্তকের এই বিশাল ষষ্ট খণ্ডে লেখক অন্তত ২৮টি ক্ষুদ্র প্রকরণে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ১, ২ এবং ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, এই পনেরটি প্রকরণ পাওয়া গেছে; অবশিষ্ট ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, এই তেরটি প্রকরণ নিরুদ্দিষ্ট। গৃহদাহ, জলপ্লাবন, রাজনৈতিক উত্থান-পতন প্রভৃতি কারণে অন্তর্বর্তী তেরটি মূল্যবান প্রকরণ বিনষ্ট হয়েছে। এমনকি, অষ্টাবিংশতি

প্রকরণের পরও হয়ত অতিরিক্ত প্রকরণ ছিল; সেসব হ্রত সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা এখন অনুজ্জ্বল।

ত্রিপুরার মূল ইতিহাস-গ্রন্থ হল শ্রীরাজরত্নাকরম্ এবং শ্রীরাজমালা। এই দুই গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ হল অসমের রাজদূত রত্ন কন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী বিরচিত ত্রিপুরা দেশের কথা, সেখ মহদ্দিন বিরচিত "চম্পক বিজয়", দ্বিজ রামগঙ্গা বিরচিত "কৃষ্ণমালা", দুর্গামণি উজির বিরচিত "শ্রেণীমালা", কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিরচিত "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত", চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত "শিলালিপি সংগ্রহ", সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বিরচিত "ত্রিপুরার স্মৃতি" প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক সমূহ। ত্রিপুরার ইতিহাস জানার জন্য শ্রীরাজরত্নাকরম্ এবং শ্রীরাজমালা পাঠই যথেষ্ট নয়। শ্রীরাজমালা নিঃসন্দেহে আকর গ্রন্থ; কিন্তু ইহারও সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতা জনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য এইসব পরিপূরক গ্রন্থগুলোর অধ্যয়ন আবশ্যক। আবার পরিপূরক গ্রন্থগুলোরও সীমাবদ্ধতা আছে। তবে এইসব পরিপূরক বা সহায়ক গ্রন্থগুলো এক-একটি দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়। যেমন, বর্তমানের আলোচ্য গ্রন্থ "শ্রেণীমালা" পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে রেখেছে। পারিবারিক ও বৈবাহিক তথ্য এই 'শ্রেণীমালা' গ্রন্থে সবচাইতে বেশী আছে।

পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজপরিবারের সহিত প্রশাসনিক, সামরিক ও ভৌমিক ক্ষেত্রে অভিজাত পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবিড় ছিল। উজির, নাজির, সেনাপতি , সুবা, বড়ুয়া, কারকোন, কবরা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পরিবার ও রাজপরিবারের মধ্যে কন্যা আদান-প্রদান হত। বাঙালী, অসমিয়া, মণিপুরী, কাছাড়ী পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের নজির আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নেপালী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি পরিবারের সহিত বিবাহ হচ্ছে।

কবি পরিচিতি

'শ্রেণীমালা' নামক ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা হলেন উজির দুর্গামণি। শ্রীরাজমালা-এর চতুর্থ লহর রচনা করার কৃতিত্বও দুর্গামণির। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য দ্বিতীয়বার (১৮১৩-১৮২৬ খৃঃ) রাজত্ব লাভ করে শ্রীরাজমালার চতুর্থ লহর রচনা করার জন্য উদ্যোগী হন। এই চতুর্থ লহরের বক্তা হলেন জয়দেব উজির, লেখক হলেন দুর্গামণি উজির। জয়দেব হলেন পিতা, দুর্গামণি হলেন পুত্র। উজির জয়দেব ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের সুখ দুঃখের চিরসাথী, অতীব বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ মন্ত্রী, পরাক্রমশালী সেনাপতি। অন্তিমকালে তিনি চতুর্থ লহর-এর যাবতীয় ঘটনাবলী সুযোগ্য পুত্র দুর্গামণিকে বলে যান। উজির জয়দেবের আয়ুষ্কাল আনুমানিক ১৭৩০-১৮২৫ খৃঃ এবং উজির দুর্গামণির আয়ুষ্কাল আনুমানিক ১৭৬৮-১৮৩৬ দুর্গামণি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) প্রায় সমসাময়িক।

শ্রীরাজমালার চতুর্থ লহর আগে রচিত, নাকি শ্রেণীমালা আগে রচিত? শ্রেণীমালা গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবির নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু কখন একাজে হাত দিয়েছেন, তা উল্লেখ করেন নি। রামগঙ্গা মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হয়ে প্রায় সাত-আট বৎসর (১৮০৮-১৮১৩) শ্রীহট্টে ও কাছারে অবস্থান করেন রামহরি ঘোষ-বিশ্বাস-এর বাড়ীতে। তখন দুর্গামণি সাথে ছিলেন। পুনরায় রাজ্যলাভ করে রামগঙ্গা আদেশ করেন চতুর্থ লহর লিখতে। তাই ইহা অনুমান করা সঙ্গত হতে পারে যে, চতুর্থ লহর লেখার পর শ্রেণীমালা লেখাতে তিনি হাত দেন। আরেকটি যুক্তি হল এই যে, শ্রেণীমালাতে রামগঙ্গা মাণিক্য ছাড়াও পরবর্তী রাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য ও কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের উল্লেখ আছে। কাশীচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে। অব্যবহিত পরেই রাজা হন কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বিস্তারিত বিবরণ শ্রেণীমালাতে নেই। তাই মনে হয় ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যে শ্রেণীমালার রচনা সমাপ্ত হয়েছিল।

উজির দুর্গামণি ছিলেন কীর্ত্তিমান, প্রতিভাবান এবং বিচক্ষণ পুরুষ। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য তাঁকে উজির তথা মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছিলেন। পুরাতন আগরতলায় ছিল তখন রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর পশ্চিম দিকে অনতিদূরে ছিল উজিরের বাড়ী। সেখানেই তিনি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। কাশীধামেও তিনি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। কুমিল্লাতে দীঘি কাটান এবং গুপ্ত জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন। সিংহাসন চ্যু ত রামগঙ্গা মাণিক্যের সহিত শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে অবস্থানকালে তিনি বানিয়াচঙ, মনতলা ও হরিতলা নামক তিনটি তালুক খরিদ করেছিলেন। এসব কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে তাঁর চরিত্রে জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তি মার্গরূপ ত্রিধারার সমন্বয় ঘটেছিল।

দুর্গামণি জন্ম গ্রহণ করেন এক বিখ্যাত পরিবারে। এই পরিবার ত্রিপুরাকে দিয়েছে বহু সৈনিক, মন্ত্রী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, চিত্রকার, স্বদেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। ত্রিপুরার সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, রণক্ষেত্রে ও রঙ্গমঞ্চে, ঘরে ও বাইরে কয়েক শতাব্দী যাবৎ কয়েক পুরুষ ধরে প্রকৃত বান্ধব হয়ে রয়েছে এই পরিবার।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
মঙ্গলাচরণ	১
প্রস্তাবনা	১
ঐতিহাসিক পরিক্রমাঃ	
যযাতি থেকে কৃষ্ণকিশোর	১-১১
পুস্তকের পরিকল্পনা	১২
গোবিন্দ মাণিক্য শ্রেণী বর্গ	১৩-২৩ পৃঃ
ছত্র মাণিক্য শ্রেণী বর্গ	২৪-২৯ পৃঃ
জগন্নাথ ঠাকুর শ্রেণী বর্গ	২৯-৩৩ পৃঃ
যাদব ও রাজবল্লভ ঠাকুর শ্রেণী বর্গ	৩৪ পৃঃ
রাজ-দৌহিত্র শ্রেণী বর্গ	৩৫-৬৩
সম্পাদকীয় সংযোজন	I-V

বংশ লতিকা

গোবিন্দ মাণিক্য শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

ছত্রমাণিক্য শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

জগনাথ ঠাকুর শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

যাদব ও **রাজ**বল্লভ শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

উজির পরিবারের বংশ লতিকা

শ্রেণীমালা

মঙ্গঁলাচরণ

নমো গণেশায়

হরি হরি রাধারানী গণেশ জননী।
শিরেতে বন্দিয়া কহি রাজমালা শ্রেণী।

।। প্রস্তাবনা ।।

ত্রিপুর বংশেতে হৈল যত রাজাগণ।
রাজমালায়ে লিখা আছে তার বিবরণ।।
সেই রাজাগণ নাম নামাবলী মতে।
প্রত্যেকেতে কহিতেছি হইছে যে মতে।।
কল্যাণ মাণিক্যাবধি যত রাজাগণ।
তাহান পুত্রাদি যত দৌহুত্রাদি জন।।
তাহার সন্ততি যত অন্যজন সনে
সম্বন্ধ করিছে যত ত্রিপুরার গণে।।
বংশবীজি না থাকিলে পরিচিত নহে।
পদবন্দ মতে উজীর দুর্গামণি কহে।।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

চন্দ্রবংশের যযাতি ছিলেক নৃপতি।
তস্য পুত্র দ্রুহ্য হল কিরাতের পতি।।
তাহার বংশেতে দৈত্য (১) বলী রাজা ছিল।
তস্য পুত্র ত্রিপুর (২) ত্রিপুরা রাজা হৈল।।
তাকে বধিল যেন দেব পশুপতি।
তারপরে কহিতেছি হৈল যত ইতি।।
ত্রিপুরের পত্নী নাম্নী হীরাবতী ছিল।
শিব আরাধনে ত্রিলোচন (৩) পুত্র পাইল।।
ত্রিলোচন নামে রাজা তিন চক্ষু ছিল।
মহাদেব পুত্র হেন সকলে জানিল।।

ত্রিলোচন মহারাজা শিবের আজ্ঞাতে।
চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপিল একত্রেতে।।
চতুর্দ্দশ দেব নাম হইল যেমতে।
তার নাম কহিছেন শুনহ শ্লোকেতে।।
এমত দেবতা নাই পূজা একত্রেতে।
চতুর্দ্দশ দেব পূজা একহি পাত্রেতে।।
ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেড়ম্বেতে গেল।
মাতামহ হেড়ম্বরাজ্য সেই যে পাইল।।
আর যেন একাদশ ত্রিলোচন সুত।
বিভক্তিয়া লৈল যেন পিতৃধন যত।।
ত্রিলোচন রাজার পুত্র দ্বাদশ জন।
বারঘরিয়া ত্রিপুর বলে সে কারণ।।

ত্রিলোচন দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ(৪) ভূপতি।
তার পুত্র হৈল তৈদাক্ষিণ(৫) যে নৃপতি।।
মেখল রাজার কন্যা বিবাহ করিল।
তার পুত্র সুদাক্ষিণ(৬) নৃপতি হইল।।
তস্য পুত্র তরদাক্ষিণ(৭) অতি গুণবান্।
তার পুত্র ধর্ম্মতরুর(৮) নৃপতি আখ্যান।।
তস্য পুত্র ধর্ম্মপাল(৯) হৈল নরপতি।
জীব হিংসা না করিল পালিলেক ক্ষিতি।
সুধর্ম্ম(১০) নামেতে হয় তাহার তনয়।
সুখে প্রজা রাখিলেক সদয় হৃদয়।।
তররঙ্গ(১১) হৈল রাজা তাহার নন্দন।
তান পুত্র দেবাঙ্গ(১২) পালিল সর্ব্বজন।।
তস্য পুত্র নরাঙ্গিত(১৩) পরে হৈল রাজা।
তান পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ(১৪) পালিলেক প্রজা।।
রুক্মাঙ্গঁদ (১৫)হৈল রাজা সুমাঙ্গঁ(১৬) তৎপর।
নৌগযুগরায় রাজা(১৭) তাহার যে অন্তর।।
তরজুঙ্গঁ(১৮) রাজা হৈল তাহান তনয়।

তররাজ(১৯) তান সুত বড় সাধু হয়।।
হামরাজ(২০) তার পুত্র মহারাজা হৈল।
তান পুত্র বীররাজ(২১) যুদ্ধে প্রাণ গেল।।
শ্রীরাজ(২২) যে তান পুত্র অতি শুদ্ধ মতি।
কত ধন জন তান নাহি সংখ্যা ইতি।।
তাহান নন্দন হৈল শ্রীমন্ত(২৩) ভূপতি।
লক্ষ্মীতরুর(২৪) হৈল তান পুত্রের খ্যাতি।।
লক্ষ্মীতরুর(২৫) পুত্র ছিল তরলক্ষ্মী নাম।
মাইলক্ষ্মী(২৬) সুত তান গুনে অনুপাম।।
নাগেশ্বর(২৭) নাম হৈল তাহার তনয়।
যোগেশ্বর(২৮) সুত তার পরে রাজা হয়।।
ঈশ্বর-ফা(২৯) নামে হৈল নন্দন তাহার।
করিল চৌরাশি বর্ষ রাজ্য অধিকার।।
তাহার পুত্র রংখাই(৩০) হৈল সুরাজন।
রহিল অনেক বর্ষ পালিল ভূবন।।
ধনরাজ-ফা(৩১) নাম ছিল তাহান যে পুত্র।
মুচঙ্গঁ-ফা(৩২) তার পুত্র পায় রাজছত্র।।
মাইচোঙ্গঁ(৩৩) নামে রাজা জন্মে তান ঘরে।
উনষাইট বর্ষ সে রাজ্য ভোগ করে।।
তাউরাজ(৩৪) নাম হৈল তাহান নন্দন।
তরফালাই-ফা(৩৫) ছিল রাজা অতি শুদ্ধ মন।।
তাহান তনয় হৈল নৃপতি সুমন্ত(৩৬)।
তার সুত রাজা ছিল জ্যেষ্ঠ রূপবন্ত(৩৭)।।
রূপবন্ত নৃপতির পুত্র তরহাম(৩৮)।
তাহান তনয় ছিল নৃপতি খাহাম(৩৯)।।
কতর-ফা(৪০) তার পুত্র হইল নৃপতি।
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ধর্ম্মে শুদ্ধমতি।।
কালাতর-ফা(৪১) নামে পুত্র হইল তাহার।
স্বজাতিতে তার প্রীতি বহু ব্যবহার।।
চন্দ্র-ফা(৪২) নামে তান তনয় হইল।
বহুকাল রাজ্য প্রজা সব সে রাখিল।।

গজেশ্বর(৪৩) নামে ছিল নৃপতি নন্দন।
পালিল অনেক কাল রাজ্য প্রজাগণ।।
তস্য পুত্র(৪৪) বীররাজ অতি গুণবান্।
তান পুত্র নাগবতি(৪৫) হইল প্রধান।।
তস্য পুত্র শিখরাজ(৪৬) নরমাং খাত্র।
তান পুত্র দেবরাজ(৪৭) নৃপ পদ পাত্র।।
তস্য পুত্র ধুসরাজ(৪৮) নৃপতি জন্মিল।
তৎপুত্র বীররাজ(৪৯) রাজত্ব করিল।।
তার পুত্র সাগর-ফা(৫০) হৈল মহারাজা।
অনেক বৎসর সেহ পালিলেক প্রজা।।
মলয়চন্দ্র(৫১) রাজা সে তাহার তনয়
সূর্য্যরায়(৫২) নামে রাজা অন্য জন হয়।।
তান পুত্র আচুঙ্গ-ফালাই(৫৩) নামে রাজা হৈল।
তস্য পুত্র চরাতই(৫৪) নামে রাজা ছিল।।
তাহান যে পুত্র নাই, ভাই হৈল রাজা।
আচোঙ্গ(৫৫) তাহান নাম বড় হি সুতেজা।।
বিমানর(৫৬) হৈল রাজা তাহান তনয়।
তস্য পুত্র কুমার(৫৭) পরে রাজা হয়।।
কুমারের সুত রাজা সুকুমার(৫৮) নাম।
বহুকাল রাজ্য করে পূর্ণ মনস্কাম।।
তস্য পুত্র তৈছারায়(৫৯) নৃপতি তখন।
তস্য পুত্র রাজ্যেশ্বর(৬০) হইল রাজন্।।
তান ভ্রাতা তৈচোঙ্গ-ফা(৬১) মিছিল নাম ধরে।
কতদিন অন্ধ ছিল ভাল হৈল পরে।।
তস্য পুত্র নরেন্দ্র(৬২) হইল নৃপতি।
তারপরে পৌত্র রাজা হৈল ইন্দ্রকীর্ত্তি(৬৩)।।
তস্য পুত্র হইলেক বিমান(৬৪) রাজন।
বহুকাল পালন করিল প্রজাগণ।।
তান পুত্র যশোরাজ(৬৫) হইল ভূপতি।
তাহান যে পুত্র বাঙ্গ বঙ্গ(৬৬) নরপতি।।
তস্য তনয় ছিল রাজগঙ্গা রায়(৬৭)।

তান পুত্র ছাক্রুরায়(৬৮) রাজছত্র পায়। ।
প্রতীত(৬৯) নামেতে জন্মে তাহান তনয়।
হেড়ম্বপতির সঙ্গেঁ ছিলেক প্রণয়। ।
তাহান পুত্র হইল মারছি(৭০) মহারাজা।
তাহান তনয় হৈল গগন(৭১) সুতেজা। ।
তস্য পুত্র নাওরায়(৭২) হইল প্রধান।
হামতার-ফা(৭৩) তান পুত্র জন্মে দিব্যজ্ঞান। ।
হামতার নাম পরে জুঝার(৭৪) রাজন্।
রাঙ্গাঁমাটি উদয়পুর লইল তখন। ।

জাঙ্গেঁর-ফা(৭৫) নামেতে তার পুত্র হৈল রাজা।
নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দদেব পূজা। ।
তস্য পুত্র দেবরায়(৭৬) রাজা হৈল পরে।
গো ব্রাহ্মণে দৃঢ় ভক্তি তাহার অন্তরে। ।
দেবরায়ের পুত্র শিবরায়-ফণ(৭৭) নাম।
বহুকাল পালে রাজ্য রূপগুণ ধাম। ।
তস্য পুত্র ডুঙ্গুঁর-ফণ(৭৮) হৈল নরবর।
পালিল অনেক প্রজা লোককে বিস্তর। ।
খারুঙ্গঁ-ফা(৭৯) রাজা হৈল তাহার তনয়। ।
তার পুত্র ছেঙ্গঁফালাই(৮০) পরে রাজা হয়।
জ্ঞান না আছিল পুত্র কর্ম্মদোষ পাশে। ।
তান ভাই ললিতরায়(৮১) রাজা হৈল শেষে।
মুকুন্দ-ফা(৮২) হৈল রাজা তাহার তনয়। ।
কমলরায়(৮৩) নামে রাজা তার পুত্র হয়।
কৃষ্ণদাস(৮৪) নামে রাজা তাহান তনয়।
দুই রাণী ঘরে তান পঞ্চপুত্র হয়। ।
ছোট স্ত্রীর তনয় যশ-ফণ(৮৫) নামে রাজা।
তান পুত্র মচুঙ্গ-ফা(৮৬) পালে সব প্রজা। ।
পর স্ত্রীতে অবিরত অধর্ম্ম করিল।
সেই পাপে তান ঘরে পুত্র না জন্মিল। ।
সাধুরায়(৮৭) নামে তার কনিষ্ঠ যে ছিল।

সৰ্ব্বলোকে তুষ্ট হৈয়া তাকে রাজা কৈল। ।
আছিল অনেক বর্ষ সেই মহারাজা।
তান কালে আনন্দে বঞ্চিল সব প্রজা। ।
হইল প্রতাপ(৮৮) রাজা তাহার তনয়।
পর নারীর উপপতি লোভ অতিশয়। ।
সেই পাপে তান জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল ক্ষয়।
মধ্যম পুত্র ঔরষে পৌত্র যে জন্ময়। ।
তান নাম বিষ্ণুপ্রসাদ(৮৯) হইল প্রচার।
বহুকাল রাজ্য কৈল সুধৰ্ম্ম আচার। ।
তান পুত্র বাণেশ্বর(৯০) হইলেক রাজা।
তস্য পুত্র বীরবাহু(৯১) নৃপ মহাতেজা। ।
সম্রাট(৯২) হইল পরে তাহান নন্দন।
তান পুত্র চাম্পারায়(৯৩) অতি সুরাজন। ।
মেঘ(৯৪) নামে তান পুত্র পরে রাজা হৈল।
ছেঙ্কাচাগ(৯৫) নামে রাজা তান পুত্র ছিল। ।
ছেংথুম-ফা(৯৬) নামে হৈল তাহান তনয়।
গৌড়ের রাজার সঙ্গে তান যুদ্ধ হয়। ।
সেইত রাজায় মেহারকুল যে জিনিল।
তদবধি মেহারকুল আমল হইল। ।
তান পুত্র আচোঙ্গঁ(৯৭) হইল মহারাজা।
বহুদিন রাজ্য পালে সুখে ছিল প্রজা। ।
আচোঙ্গঁ রাজার নাম আচোঙ্গঁ-মা রাণী।
তদবধি রাজা-রাণী এক নাম শুনি। ।
আচোঙ্গঁ নৃপতি স্বর্গ হইল যখন।
তার পুত্র খিচোঙ্গ(৯৮) হইল রাজন। ।
খিচোঙ্গ-মা নামে ছিল তাহান রমণী।
বিচিত্র বসন শিক্ষা নিৰ্ম্মায়ে আপনি। ।

তান পুত্র ডাঙ্গঁর-ফা(৯৯) নামে নরপতি।
নানা স্থানে পুরী করি ছিলেন ভূপতি। ।
ডাঙ্গঁর-মা ছিলেন তান পত্নীর যে নাম।

করিল অনেক রাণী বহুবিধ কাম।।
ডাঙ্গঁর-ফার অষ্টাদশ হইল তনয়।
কনিষ্ঠ রত্ন-ফণ(১০০) নাম তাহার যে হয়।।
গৌড়েশ্বর প্রতি তিনি বহু হস্তী দিল।
তদবধি রত্ন মাণিক্য খ্যাতি হইল।।
বৃদ্ধ হৈল রত্ন মাণিক্য কাল পাইয়া।
তাহান পুত্র ছিলেক বলবন্ত হৈয়া।।
প্রতাপ জ্যেষ্ঠের নাম মুকুট কনিষ্ঠ।
মহাসত্ত্ব দুই ভাই পরম বলিষ্ঠ।।
রত্ন মাণিক্য রাজা স্বর্গে গতি হৈল।
তান পুত্র প্রতাপ মাণিক্য(১০১) রাজা ছিল।।
প্রতাপ মাণিক্যের ছিল অর্ধৰ্ম্মেতে মতি।
রাত্রিতে বধিল তাকে দশ সেনাপতি।।
তান ভাই মুকুট মাণিক্য(১০২) হয়ে রাজন্।
বহুদিন সুধর্ম্মেতে করিল শাসন।।
তাহান তনয় মহামাণিক্য(১০৩)নৃপবর।
ধর্ম্মেতে পালিল রাজ্য অনেক বৎসর।।
তান পুত্র হৈলা তুমি শ্রীধর্ম্ম(১০৪)মাণিক্য।
করিলা অনেক তীর্থ বলিতে অশক্য।।
তস্য পুত্র কনিষ্ঠ যে প্রতাপ(১০৫)রাজন্।
তস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরে শ্রীধন্য(১০৬)সুজন্।
কমলা নামেতে হৈল তান মহারাণী।
নানা স্থানে দিল দীঘি আর পুষ্করিণী।।
সরাইল বরদাখাত গঙ্গামন্ডলাদি।
কাড়িয়া লইল সব হইয়া বিবাদী।।
খন্ডন আমল করিল সেই ত রাজন্।
ধন্য সাগর উদয়পুরে করিল খনন।।
নানা দান কৈল নৃপ পরে স্বর্গী হৈল।
দেব মাণিক্য(১০৭)পুত্র তাহান হইল।।
দেব মাণিক্য যেন হইয়া নরপতি।
ভুলুয়া রাজ্যের আমল করে মহামতি।।

সমুদ্রেতে গিয়া স্নান করে মতিমান।
দেব মাণিক্যের মৃত্যু হইল শ্মশান।।
তাহান কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রনাম(১০৮)ছিল।
লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বিজে নৃপতি করিল।।
ইন্দ্র মাণিক্য রাজার কর্ম্মদোষ ফেরে।
ত্রিপুরার সৈন্যগণে আছাড়িয়া মারে।।
তান বৈমাত্র জ্যেষ্ঠ বিজয়(১০৯) নাম ছিল।
ত্রিপুরার সৈন্যগণে নৃপতি করিল।।

বিজয় মাণিক্য পত্নী নাম লক্ষ্মীবালা।
পুণ্যবতী মহারাণী ছিলেন অবলা।।
ব্রহ্মপুত্রে গিয়া রাজন স্নান করিল।
ধ্বজঘাট বিজয়ী মোহর যে মারিল।।
অনেক বৎসর রাজা রাজত্ব করিল।
বসন্ত হইয়া বিজয় স্বর্গগামী হৈল।।

অনন্ত(১১০) তাহান পুত্র হইল ভূপতি।
জয়া নাম্নী তাহান রাণীর ছিল খ্যাতি।।
নৃপের শ্বশুর গোপীপ্রসাদ নারায়ণ।
অনন্ত জামাতা বধে সেই দুষ্টজন।।

গোপীপ্রসাদ নারায়ণ পূর্ব্বনাম ছিল।
উদয় মাণিক্য(১১১)নামে নৃপতি হইল।।
রাঙ্গাঁমাটি নাম দেশ ছিলেক পূর্ব্বের।।
উদয়পুর আপন নামে করিল দেশের।।
পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিল রাজন।
গুটিকা খাইয়া উদয় মাণিক্য মরণ।।
তান পুত্র জয় মাণিক্য(১১২)নৃপতি হইল।
অমর মাণিক্যে তাকে প্রাণেতে বধিল।।

অমর মাণিক্য(১১৩)রাজা দেবের তনয়।
রাজ্য শাসন করে করিয়া বিনয়।।

উদয়পুরে রাজ্য মোগলে শাসিল।
মনু নদীতে যাইয়া রাজা মৃত্যু হৈল।।
অমরাবতী নামেতে রাণী যে তাহান।
সহগামী হৈল রাণী সেই বনস্থান।।
তান পুত্র রাজধর(১১৪) যুবরাজ নৃপতি।
দ্বাদশ বৎসর তিনি শাসিলেক ক্ষিতি।।
বিষ্ণুভক্তি ছিল সাগর দিল বিচক্ষণ।
দেব প্রদক্ষিণ কালে বৈকুণ্ঠ গমন।।
তান পুত্র যশো নাম(১১৫)রাজেশ্বর হৈল।
একুশ বৎসর রাজ্য শাসন করিল।।
বহু হস্তী বহু অশ্ব আছয়ে রাজার।
মোগলে শুনিয়া তাকে না করে বিচার।।
এবাবে তলপ দিয়া নিলেক রাজন্।
বিচার করিয়া দোষ না পাইল তাহান্।।
নৃপতি প্রবোধ করি নবাব বিদায় দিল।
মথুরা যাইয়া রাজা বৈকুণ্ঠ পাইল।।
তাহান পুত্রাদি কেহ না থাকা কারণ।
ত্রিপুরার মহারাজা নহে কোন জন।।

রাজার বংশেতে ছিল কুছুরায় নামে।
তস্য পুত্র কল্যাণরায় ছিল পরাক্রমে।।
কসবা উপর কিল্লা থানা নৃপতির।
কল্যাণরায় সেনাপতি যুদ্ধে মহাবীর।।
সেই থানাতে তিনি ছিল থানাদার।
সৈন্য সেনা রক্ষা করে যুদ্ধের মাঝার।।
অসংখ্য বিক্রমে ছিল জ্ঞানে মহামতি।
কল্যাণ মাণিক্য(১১৬)নামে যে হৈল নৃপতি।।
কসবাতে আপন নামে সাগর খনিল।
উপর কিল্লাতে কালীকা স্থাপন করিল।।
উদয়পুরেতে তিনি হইয়া রাজন্।
ধৰ্ম্মেতে পালন করে যত প্রজাগণ।।
কল্যাণ মাণিক্য রাজা বহু পুণ্যতর।

রাজত্ব করিলা তিনি সাত্রিশ বৎসর।।
গোবিন্দদেব, জগন্নাথ তাহার সন্ততি।
নকতর, যাদব, রাজবলাই যে খ্যাতি।।
এই পঞ্চজন কল্যাণ মাণিক্য তনয়।
বিস্তারি কহিব তান বংশ যত হয়।

গোবিন্দ মাণিক্য(১১৭)রাজা কল্যাণ সন্ততি।
ঊনচল্লিশ বৎসর শাসিলেক ক্ষিতি।।
তস্য ভ্রাতা ছত্র মাণিক্য(১১৮)নৃপতি হইল।
সপ্তম বৎসর তিনি রাজত্ব করিল।।
গোবিন্দের সুত রাম মাণিক্য(১১৯)ভূপতি।
দ্বাদশ বৎসর তিনি শাসিলেক ক্ষিতি।।
তস্য পুত্র রত্ন(১২০)শিশুকালে রাজা হৈলা।।
বত্রিশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিলা।
দুর্গা ঠাকুরের পুত্র নরেন্দ্র(১২১)রাজন্।
তৃতীয় বৎসর প্রজা করিল পালন।।
রত্ন-ভ্রাতা মহেন্দ্র মাণিক্য(১২২)যে দুর্ম্মতি।।
আড়াই বৎসর জন্যে হইল ভূপতি।।
তস্য ভ্রাতা ধর্ম্ম মাণিক্য(১২৩) রাজা হৈল।
অষ্টাদশ বর্ষ নৃপে রাজত্ব করিল।।
তদ্ভ্রাতা মুকুন্দ(১২৪) নৃপ বৈষ্ণব পরায়ণ।
সপ্তম বৎসর রাজ্য করিল শাসন।।
জয় মাণিক্য(১২৫)হরিধনের নন্দন।
চারি বৎসর ক্ষিতি করিল শাসন।।
মুকুন্দ মাণিক্য পুত্র ইন্দ্র মাণিক্য(১২৬)হৈল।
চারি বৎসর রাজ্য শাসন যে করিল।।
জয় মাণিক্যের ভ্রাতা বিজয়(১২৭)নৃপতি।
দেড় বৎসর রাজ্যে ছিলেক অধিপতি।।

মুকুন্দ তনয় কৃষ্ণ মাণিক্য(১২৮)বৈষ্ণব।
তেইশ বৎসর শাসে লৈয়া সবান্ধব।।
হরিমণি তনয় রাজধণ(১২৯) ভূপতি।
শক্তিমন্ত্রে উপাসনা ছিলেন নৃপতি।।
উনিশ বৎসর রাজ্য করিল পালন।
তান মৃত্যু হইলেক সাধক যেমন।।
দুর্গা মাণিক্য (১৩০)নৃপ লক্ষ্মণ তনয়।
শক্তিমন্ত্রে উপাসনা জ্ঞানবান হয়।।
চারি বৎসর রাজ্য করিল শাসন।
পাটনাতে তান মৃত্যু হইল রাজন।।

রাজধর পুত্র রামগঙ্গাঁ(১৩১)নরপতি।
বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসনা ছিল মহামতি।।
উনিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ করে।
বারশ ছত্রিশ সনে গেল স্বর্গপুরে।।
তস্য ভ্রাতা কাশীচন্দ্র(১৩২)মাণিক্য নৃপতি।
শক্তিমন্ত্রে উপাসনা ছিল যেন মতি।।
তৃতীয় বৎসর রাজ্য শাসন করিল।
বারশ উনচল্লিশে কাল বশ হৈল।।
রামগঙ্গাঁ তনয় কৃষ্ণকিশোর(১৩৩)নরপতি।
বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসক জ্ঞানবান অতি।।

পুস্তকের পরিকল্পনা

ত্রিপুরা বংশের যত হইল রাজন।
আদি অন্তে লিখি তাহা করি সমাপগ ।।
তারপরে লিখিতেছি তান বংশ শ্রেণী।
দেখিলে বুঝিতে পারে যার যে আপনি ।।
বংশ শ্রেণী না লিখিলে, না থাকে গৌরব।
ঘ্রাণহীন পুষ্প যেন, না থাকে সৌরভ ।।

উপর কিল্লাতে কল্যাণ থানাদার ছিল।
প্রথমে এক বিবাহ সেকালে করিল ।।
সে রাণীর গর্ভে জন্মে গোবিন্দ মাণিক্য ।
তদনুজ জগন্নাথ ছিল ধর্ম্মাধিক্য ।।
তাহার প্রমাণ দেখ তিক্ষিণা ধামেতে।
জগন্নাথ দীঘি দিল তান নামেতে ।।
আরেক কণিষ্ঠা পত্নী করিল নৃপতি
যাদব, রাজবলাই তাহান সন্ততি ।।
নৃপতি হইয়া কল্যাণ মাণিক্য রাজন্।
আর বিবাহ করে নৃপতি যেমন ।।
সে রাণীর গর্ভে জন্মে নকতৎরায়।
ছত্র মাণিক্য নাম জান তাহার হয় ।।
কল্যাণ মাণিক্য নৃপের পঞ্চ নন্দন।
পৃথক মত বংশ শ্রেণী কহি এখন ।।

গোবিন্দ মাণিক্য শ্রেণী প্রথমে বর্ণিব।
ছত্র মাণিক্য শ্রেণী অপরে লিখিব। ।
জগন্নাথ ঠাকুরের শ্রেণী তান পরে।
যাদব, রাজবলাই সর্ব্ব, অভ্যন্তরে ।।
তাহার পশ্চাতে রাজ সম্পর্কীয় যত।
প্রত্যেকেতে বংশ শ্রেণী লিখি ক্রমাগত ।।

গোবিন্দ মাণিক্য শ্রেণী বর্গ

কল্যাণের তনয় গোবিন্দ যুবরাজ।
গোবিন্দ মাণিক্য নামে হৈল মহারাজ॥
গুণবতী নামে হৈল তাহান যে রাণী।
তাহান সন্তান দুই রাম, দুর্গা শুনি॥
গোবিন্দ মাণিক্য নৃপ পুণ্যবান অতি।
গোবিন্দ-সাগর দিল বাতিষাতে ইতি॥
চট্টলেতে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত উপরে।
মঠ নির্ম্মাইয়া শিব স্থাপে তদুপরে॥
পর্ব্বতের অধোভাগে সাগর খনিল।
গোবিন্দ সাগর নাম তাহার রাখিল॥
পরগণে নুরনগর গ্রামে গুণ-সাগর।
গুণবতী রাণী দীঘি হইল তৎপর॥

রাম মাণিক্যের ছিল সত্যবতী রাণী।
গোবিন্দের রাম মাণিক্য যুবরাজ তিনি॥
রাম মাণিক্য দেব নৃপতি যে হইল।
মেহেরকুল সীমানাতে দীঘি এক দিল॥
উদয়পুরেতে এক খনাইল সাগর।
রাম সাগর নাম রাখিল তৎপর॥

দুর্গা ঠাকুরের পুত্র দ্বারিকা ঠাকুর।
তদনুজ গৌরীচরণ জ্ঞানেতে প্রচুর॥
রত্ন মাণিক্যের তিনি যুবরাজ ছিল।
পরিচয় জন্যে তাহা এহাতে লিখিল॥
দুর্গা ঠাকুরের পুত্র দ্বারিকা নামেতে।
নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হৈল ত্রিপুরাতে॥
রাম মাণিক্যের পুত্র অষ্টাদশ জন।
কতেক বধিল বলীভীম নারায়ণ॥
রত্ন মাণিক্য আর যে মহেন্দ্র মাণিক্য।
ধর্ম্ম মাণিক্য আরেক মুকুন্দ মাণিক্য॥

এই চারি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেন ছিল।
শিশু দেখিয়া বলীভীমে নাহি বধিল।।
পঞ্চম বৎসরের শিশু ছিলেক রতন।
বলীভীমে রাজা করে করিয়া যতন।।
বলীভীমের ভ্রাতা চম্পক রায় ছিল।
রত্ন মাণিক্যে যুবরাজ তাকে করিল।।
রত্ন মাণিক্য নৃপতি ছিল শিষ্ট মতি।
রত্নকে বধিল ভ্রাতা মহেন্দ্র কুমতি।।
রত্ন মাণিক্য রাজা স্বর্গগামী হইল।
তার রাণী রত্নাবতী সহগামী গেল।।
বলীর সুতা হয়ে দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী।
নানা স্থানে ছিল দীঘি, মন্দির, পুষ্করিণী।।
রত্ন, মহেন্দ্র দুহের না রহে সন্ততি।
গোবিন্দ মাণিক্যের তারা হয়েন নাতি।।
মহেন্দ্র মাণিক্য নৃপ হইলেক খ্যাতি।
উদয়পুরে মহেন্দ্র সাগর দিলা নৃপতি।।
ধর্ম্ম মাণিক্যের শ্রেণী করিব ব্যাখ্যান।
সুভদ্রা নামেতে রাণী ধর্ম্মশীলাখ্যান।।
কুমিল্লাতে ধর্ম্ম সাগর করি খনন।
ধর্ম্ম সাগর নাম রাখিলেন তখন।।
পঞ্চাগ্নি নবাগ্নি আদি মহাদান কত।
তুলা পুরুষ করিল যথা শাস্ত্র মত।।
ধর্ম্ম মাণিক্য নৃপ ছিলেন পুণ্যবান।
মুকুন্দের যুবরাজ ভ্রাতৃ যে তাহান।।
ধর্ম্মশীলা রাণী নামে দীর্ঘিকা খনিল।
কুমিল্লাতে নানুয়ার দীঘি নাম হৈল।।
ধর্ম্ম মাণিক্যের পুত্র গঙ্গাঁ গদাধর।
শিবানী তাহান ভগ্নী হইল তৎপর।।
গঙ্গাধর ঠাকুর পুত্র হাড়িধন যেন।
গদাধর নাজির ভগ্নীপতি যে তাহান।।
গদাধর ঠাকুর পত্নী নামেতে শ্রীমতি।

লক্ষ্মণ মাণিক্য, বীরমণি এ দুই সন্ততি।।
বীরমণি বড় ঠাকুর কৃষ্ণ মাণিক্যের।
তান পত্নী যে মাইকন্যা বেচুঠাকুরের।।
তাহান বাটীর পূর্ব্ব আগরতলাতে।
এক পুষ্করিণী ছিল আপনা নামেতে।।
লক্ষ্মণ মাণিক্য মতো নামেতে শ্রীমতি।
রাধানগরে পুষ্করিণী দিয়া রাখে সম্মতি।।
লক্ষ্মণ মাণিক্য পত্নী মোহদা নামেতে।
বেচুরাম কবরা কন্যা জান তাহাতে।।
মোহদা গঞ্জেতে দীঘি করিয়া খনন।
আপন নামে মোহদাগঞ্জ করে নিরোপণ।।
লক্ষ্মণ তনয় দুর্গা মাণিক্য নৃপতি।
রাজধর মাণিক্য যুবরাজ পূর্ব্ব খ্যাতি।।
দুর্গা মাণিক্যে রাণী সুমিত্রা যে হৈল।
ভদ্রমণি দেওয়ান কন্যা পরিচয় দিল।।
নবদুর্গা নামে হয় দেওয়ান রমণী।
দেওয়ানের শ্বশুর হয় গোবিন্দরাম পুণি।।
গোবিন্দরামের পত্নী নামেতে যোগিনী।।
দুর্গা মাণিক্যের শ্রেণী কহিব এখনি।
দুর্গা মাণিক্যের যে প্রিয়া সুভদ্রা রাণী।।
সুমিত্রা রাণীর গর্ভে দ্বিকন্যা জন্মিল।
আনন্দময়ী, বিজয়া নাম যে রাখিল।।
আনন্দময়ীর পতি শ্রী রামলোচণ।
রামলোচনের পিতা শ্রী কালিচরণ।।
আনন্দময়ীর গর্ভে উর্মিলা জনন।
তিলক সিংহ তার পতি মেখলী নন্দন।।
বিজয়া কুমারীর পতি শিবচন্দ্র হয়।
রামকানু ঠাকুর পুত্র বলি নিশ্চয়।।
তাহান সন্ততি আর না লিখি এহাতে।
বিস্তারি লিখা আছে শিবচন্দ্র বীজিতে।।
মহারাণী সুমিত্রা যে অতি পুণ্যবতী।

আগরতলা বিষ্ণু দালান কৈলা স্থিতি ।।
পরগণে তিষিণা যে অনেক গ্রামেতে।
পুষ্করিণী দিল রাণী যথা বিধিমতে।।
দুর্গা মাণিক্যের অন্য রাণী মধুমতি।
নকুল গালিম সুতা বলিলাম ইতি।।
ধর্ম্ম মাণিক্য সুতা শিবানীর যে পতি।
মুকুন্দ ঠাকুর নাম তাহান যে খ্যাতি।।
মাণিক্যচন্দ্র নামে হয়ে তান তনয়।
বিবাহ না হৈয়া মৃত্যু তাহান যে হয়।।
মুকুন্দ ঠাকুরের আর অন্য পত্নীতে।
রুক্মিনী ঠাকুরাণী জন্মিলেন তাহাতে।।
ধর্ম্মদাস সেনাপতি তাহান যে পতি।
তাহান যে কিছুমাত্র না রহে সন্ততি।।
ধর্ম্ম মাণিক্যের কন্যা ছিল আর জন।
তাহান পতি হৈল উজীর রামধন।।
ইন্দ্র মাণিক্য উজীর তিনি যে ছিল।
সমসের গাজির সঙ্গে পরে মিলিল।।
পর্ব্বতে গেলা উজীর খাজনা কারণ।
অতি ক্রোধে উজীর ধরে ত্রিপুরীগণ।।
ধর্ম্ম মাণিক্য প্রপৌত্র দুর্গা মাণিক হয়।
তান নাম লিখিলাম দিয়া পরিচয়।।
দুর্গা মাণিক্য মহারাজা সুমিত্রা রাণী।
বারাণসে গিয়া দুই স্থাপে শূলপাণি।।
ধর্ম্ম মাণিক্য শ্রেণী হইল সমাপন।
মুকুন্দ মাণিক্য শ্রেণী কহিব এখন।।
মুকুন্দ মাণিক্য নৃপের রাণী প্রভাবতী।
বড়ুয়া রাজার জ্ঞাতির হয়েত সন্ততি।।
ইন্দ্র মাণিক্য কৃষ্ণ মাণিক্য যে ভূপতি।
ভদ্রমণি ঠাকুর যে মুকুন্দ সন্ততি।।
তিন কড়ি ভাগিনা কৃষ্ণমাণিক্য রাজার।
সুভদ্রা ভগিনী ইন্দ্রমালা যেন আর।।

মুকুন্দ মাণিক্য নামে হইয়া রাজন্।
তিযঃা ফাল্গুন করা দিঘী দিলা তখন।।
আর পুণ্য করিলেন কহিব এখন।
অষ্টধাতুর শ্রীমূর্তি করায় রচন।।
নৃপতির ইষ্টদেব এই নামে ছিল।
বৃন্দাবন চন্দ্র নাম তাহান রাখিল।।
আয়োজন করিলেন যথা শাস্ত্র মতে।
প্রতিষ্ঠা বিবাহ করায় দেব যে তাতে।।
বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দির ইষ্টকে নির্মাণ।
ঠাকুর স্থাপিল নৃপ উদয়পুর স্থান।।
ইন্দ্র মাণিক্য ভূপের দুর্গা হয় রাণী।
তাহান যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য জানি।।
কৃষ্ণ মাণিক্যের রানী জাহ্নবা নামেতে।
পুত্র কন্যা না হইল তাহার গর্ভেতে।।
যুবক হইয়া ভদ্রমণির মরন।
ইন্দ্র, কৃষ্ণ মাণিক্যের নাহিক নন্দন।।
আগরতলা কৃষ্ণমাণিক রাজ বাটীতে।
দীঘি এক দিল নৃপে বাটীর পূর্ব্বেতে।।
কৃষ্ণ মাণিক রাজা জাহ্নবা মহারাণী।
কুমিল্লা সংরাইস গ্রামে করে রাজধানী।।
পরগণে নুরনগর রাধানগর গ্রামে।
পঞ্চরত্ন দিল রাণী জাহ্নবার নামে।।
তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম এ দুই ভাগেতে।
দুই দীঘিকা দিল রাজা রাণী তাতে।।
পঞ্চরত্ন রাধা-মাধব রাণী স্থাপিল।
ঠাকুর সেবার জন্যে জমি কত দিল।।
নিজ পুষ্করিণী এক দিলেন রাজন।
জগন্নাথ বাটীতে দিল সতর রতন।।
রাজা-রাণী তুলা-পুরুষ করে দু'জন।
সুবর্ণ রজত রত্ন শরীর তোলন।।
পঞ্চাগ্নি আদি মহাদান করিল কত।

নবদ্বীপের ভট্টাচার্য ছিল আমন্ত্রিত ।।
দান দক্ষিণা দিয়া বিদায় যে করিল।
তুষ্ট হৈয়া দ্বিজগণ নিজালয়ে গেল ।।
জগন্নাথ দেব স্থাপন সেখানে করিল।
বাটীর পশ্চিমে এক সরোবর দিল ।।
বারমাসে বার যাত্রা করিত নৃপতি।
রথ যাত্রা করিলেন বহু পরিপাটি ।।
সঙ্গঁমা নামেতে কন্যা অতি সুচরিতা।
গৌরী প্রসাদ কবরার হয়েত দুহিতা ।।
কৃষ্ণ মাণিক্য নৃপের ছিলেন ভাগিণী।
রামচন্দ্রধ্বজ রাজার তিনি গৃহিণী ।।
হেড়ম্ব রাজ্যের তিনি ছিলেন নৃপতি।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিলাম খ্যাতি ।।

মুকুন্দ মাণিক্যের পত্নী আর রুক্মিণী।
হরিমণি, জয়মণির হয় জননী ।।
হরিমণি যুবরাজের কনিষ্ঠা ভগিনী।
যোগীরাম সুবার যে ছিলেন রমণী ।।
উত্তরসিং নারায়ণ উজীরের বালা।
হরিমণি যুবরাজের পত্নী রত্নমালা ।।
হরিমণি যুবরাজের আর পত্নী ইতি।
লাউতাইসেনাপতির কন্যা নামে ভাগ্যবতী ।।
তস্য পুত্র রাজধর মাণিক্য রাজন্।
নবদুর্গা, তিলোত্তমা ভগ্নী দুই জন ।।
কৃষ্ণ মাণিক্যের বৈমাত্রেয় হরিমণি।
তাহান যে যুবরাজ এই মাত্র জানি ।।
হরিমণি যুবরাজ স্বর্গগামী হৈল।
তান সঙ্গে তিন রাণী সহগামী গেল ।।
নবদুর্গা কুমারীর পতি দুর্য্যোধন।
তস্য কন্যা লক্ষ্মী নামে ছিল এক জন ।।
রাজধর ভগ্নী হৈল নামে তিলোত্তমা।

শম্ভু ঠাকুর পত্নী কি কহিব উপমা ।।
রাজধরের পত্নী পঞ্চমী ঠাকুরাণী ।
চাড়ালিয়া কবরার ছিলেক নন্দিনী ।।
আর রাণী ছিলেক যে নামে রূপেশ্বরী।
রামগঙ্গা মাণিক্য জন্মে ত্রিপুরাধিকারী ।।
অযোধ্যা রানীর গর্ভে শিব কাশীচন্দ্র।
শিবচন্দ্র মৃত্যু হয়ে বিধির নির্ব্বন্ধ ।।
সুমিত্রা কুমারী হয়ে তাহান ভগিনী।
রামরত্ন ঠাকুরের হয়েত রমণী ।।
রাজধর মাণিক্য পত্নী নাম যে ভবানী।
তাহার তনয় কালিচরণ যে জানি ।।
তাহান ভগিনী সুদক্ষিণা নাম হয়।
মাধব ঠাকুরে তাকে করে পরিণয় ।।
রাজধর মাণিক্যের চন্দ্ররেখা রাণী।
মনিপুরের জয়সিংহ রাজার নন্দিনী ।।
চন্দ্ররেখা রাণী বৃন্দাবনেতে গমন।
কাল্লী গ্রামেতে মৃত্যুপ্রাপ্ত বৃন্দাবন ।।
নৃপতির আগরতলা বাটীর পশ্চিম।
এক পুষ্করিনী দিল বাটীর যে সীম ।।
রামগঙ্গাঁ মাণিক্য রাজা চন্দ্রতারা রাণী।
রাম নারায়ণ কন্যা লক্ষ্মীরূপা তিনি ।।
মোগড়া গ্রামেতে এক সাগর খনাইল।
নিজ নামে গঙ্গাঁসাগর নাম যে রাখিল ।।
আর দুই বিগ্রহ যে পাষানে নিৰ্ম্মাণ।
দুই ঠাকুরানী ধাতু গঠয়ে সুঠাম ।।
রাসবিহারী ভুবনমোহন নৃপ ইষ্ট যেন।
এই মতে নামকরণ ঠাকুর দুহান ।।
প্রান-প্রতিষ্ঠা দশকৰ্ম্ম করায়েন তাতে।
রাসবিহারী বৃন্দাবনে পাঠায়ে পশ্চাতে ।।
বৃন্দাবনে পাষানের পুরী যে নিৰ্ম্মাণ।
রাসবিহারী ঠাকুর স্থাপে সে কুঞ্জস্থান।

আগরতলা নিজপুর দালান রচিল।।
ভুবনমোহন ইষ্টদেব ঠাকুর স্থাপিল।
গঙ্গাঁসাগরের উত্তর পারের মধ্যেত।
দেবালয় করিলেন ইষ্টক রচিত।।
রাসবিহারী ভুবনমোহন সেবার কারন।
কতদূর ভূমি দিব শুনিছি তখন।।

রামগঙ্গাঁ মাণিক্য নৃপের হয়েন তনয়।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য রাজা নাম হয়।।
কাশীচন্দ্র রাজা রাজধর তনয়।
যোগমায়া তান পত্নী নাম যেন হয়।।
হরি ঠাকুরের কন্যা হয়েন যে তিনি।
তাহান বীজিতে লেখা আছয়ে যে শ্রেণী।।
কাশী মাণিক্যের আর প্রধানা যে রাণী।
মদনরাম উজীর কন্যা এই মাত্র জানি।।
যশোদা কুমারী হৈল তাহান নন্দিনী।
জগবন্ধু নাজিরের ছিলেন গৃহিণী।।
তাহান যে এক কন্যা রাজবেহারী নামেতে।
বিবাহ না হৈছে, পতি না লিখি এহাতে।।
কাশী মাণিক্যের আর রাণী হরিমালা।
ফেরিচান্দ সেনাপতির হয় তিনি বালা।।
চন্দ্রকলা জ্যেষ্ঠা কন্যা নৃপতির হৈল।
কনিষ্ঠা দৈবকী নাম তাহান রাখিলা।।
পদ্মলোচন ঠাকুর যে চন্দ্রকলা পতি।
রত্নমনি ঠাকুরের হয়েন সন্ততি।।
তাহান সন্তান মহেশচন্দ্র নাম ধরে।
তস্য সহোদর নন্দদুলাল জন্মে পরে।।
ভুবনেশ্বরী নামেতে তাহান ভগিনী।
কাশীকৃষ্ণ সুবা সুত জগরাম রমণী।।
কাশী মাণিক্য নৃপের দেবকী কুমারী।
কৃষ্ণকমল ঠাকুরের হয় তিনি নারী।।

কুমারীর পুত্র কন্যা না লিখি ইহাতে।
বিস্তারিত লিখা আছে তাহান বীজিতে।।
কাশী মাণিক আর রাণী মণিরাম সুতা।
ফাকুনী কুমারী সত্যভামার দুহিতা।।
কমল ঠাকুর হয়ে কুমারীর পতি।
চাইয়া কারকোন পুত্র লিখিলাম ইতি।।
কাশী মাণিক্য পত্নী কুটিলাক্ষ যেন।
চৌরজিৎ মেখল নৃপ পিতা যে তাহান।।
কৃষ্ণচন্দ্র বড় ঠাকুর তাহান নন্দন।
রাধিকুমারী হৈল পশ্চাতে তাহান।।
রাম নারায়ণ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র হৈল।
রাধিকা কুমারীর পতি তেনি যেন ছিল।।
কাশী মাণিক্য রাজা সিংহাসন স্থাপয়ে।
উদয়পুরেতে গিয়া রাজধানী করে।।
বিধির নির্ব্বন্ধ তিনি কালবশ হৈল।
রাজা মৃত্যু শুনি সত্যভামা স্বর্গেগেল।।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের হয়ে মহারাণী।
রত্নমালা নাম তাহান সাধ্বী রূপা তিনি।।
তৎমাতা ভুবনেশ্বরী বিজয় সিংহ পিতা।
আসাম রাজার পুত্র জানিবা সর্ব্বথা।।
বিজয় সিংহ শ্বশুর চন্দ্রমণি ছিল।
কলাবতী নামে পত্নী তাহান হইল।।
বিজয় সিংহ পিতা গোপীন চন্দ্র নরপতি।
যমুনা তাহান পত্নী আসামেতে স্থিতি।।
রত্নমালা মহারাণী তাহান গর্ভেতে।
জয়দুর্গা কুমারী নামে জন্মিল তাহাতে।।
তান কনিষ্ঠ যেন জাহ্নবী জন্মিলা।
বিবাহ না হৈছে এবে পতি না লিখিল।।
অভয়চরণ ঠাকুর জয়দুর্গার পতি।
জগমোহন ঠাকুরের হয়েন সন্ততি।।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সুলক্ষণা রাণী।

রসমঞ্জুরী নামেতে তাহান নন্দিনী ।।
তাহান কনিষ্ঠ ঈশান চন্দ্র যুবরাজ।
উপেন্দ্র বড় ঠাকুর তাহান অনুজ ।।
তাহান কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতকৃষ্ণ জানি।
তিন সহোদর হত্র, একা যে ভগিনী ।।
কৃষ্ণকিশোর মানিক্যের ঈশান যুবরাজ।
উপেন্দ্রকে বড় ঠাকুর করে মহারাজ ।।
রসমঞ্জুরী কুমারী তাহান যে পতি।
হরিশচন্দ্র ঠাকুর গঙ্গাঁপ্রসাদ সন্ততি ।।
ঈশান যুবরাজ রাণী লক্ষ্মী নামে শ্রুতা।
তারাচান্দ ক্ষত্রিয়বাবু তাহান দুহিতা ।।
যুবরাজের আর রানী নাম চন্দ্রকলা।
পরেতে বিবাহ করে মেখলের বালা ।।
উপেন্দ্র বড় ঠাকুর তাহান বণিতা।
শিবচন্দ্র ঠাকুরের হয়েন দুহিতা ।।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মধ্যমা যে রাণী।
নামেতে অখিলেশ্বরী এইমাত্র জানি ।।
মারজিত নামে হয়ে মেখল নৃপতি।
তাহান দুহিতা রাণী বলিলাম ইতি ।।
অখিলেশ্বরী তনয়া বাঠুনী কুমারী।
তাহান কনিষ্ঠা ভগ্নী জানকী সুন্দরী ।।
বাঠুনী কুমারী পতি দেওয়ান রামলোচণ
রামশঙ্কর চুন্তাইর ছিলেক নন্দন ।।
চৌরজিৎ মেখল নৃপের বিধুমুখী বালা।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মধ্যম অবলা ।।
তস্য পুত্র নীলকৃষ্ণ রাসমঞ্জুরী সহোদরা।
তান মাতা মৃত্যু হয় কি কহি তৎপরা ।।
আরেক মধ্যমা রাণী মারজিত সুতা।
সনাতনী নাম যেন তাহান আখ্যাতা ।।
আর চন্দ্রকলা রাণী চক্রধ্বজ মাতা।
তাহান যে সহোদর মাধবচন্দ্র ভ্রাতা ।।

তাহান কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র যেন।
এক সহোদরা হয় ভ্রাতা তিন জন ।।
আর রস নামে রাণী ত্রিপুরা হইল।
তাহান দুহিতা নাম টুনা যে রাখিল ।।
জগবন্ধু নাজির হয় তাহান যে পতি।
দীনবন্ধু আর জন তাহান সন্ততি ।।
আর পত্নী গর্ভে জন্মে ফেড়ি যে কুমারী।
কৃষ্ণচরণ ঠাকুরের হয় তিনি নারী ।।
রামচরণ হয়েন তাহান যে পিতা।
কৃষ্ণচরণের এক জন্মিল দুহিতা ।।
নৃপতির আর পত্নী তাহান গর্ভেতে।
সাছনী কুমারী নামে জন্মিল তাহাতে ।।
কৃষ্ণমোহন হয়েন তাহান যে পতি।
ভবানীচরণ পত্নী পুষ্য হয় খ্যাতি ।।
কৃষ্ণমোহনের এক পুত্র যে জন্মিল।
তাহার পশ্চাতে এক কন্যা যে হইল ।।

কৃষ্ণকিশোর নৃপতি কীর্ত্তি কহিয়ে এখন।
নয়াবাদি নূতন পুরী করে বিচক্ষণ ।।
বারশ'পঞ্চাশ সন ত্রিপুরার হইল।
হাবেলী দক্ষিণ ভাগে দীর্ঘিকা খনাইল ।।

ছত্র মাণিক্য শ্রেণী বর্গ ।।

কল্যাণ মাণিক্য পুত্র নকতর রায়।
ছত্র মাণিক্য খ্যাতি হইল তাহায় । ।
তস্য পুত্র উৎসব রায় হৈল একজন।
তাহান তনয় রাজা জয় নারায়ণ ।।
তাহান পত্নীর নাম ছিল চিকন মালা।
তারপরে লিখিতেছি যার যেই বালা ।।
জগরাম মাণিক্য নামে তাহান তনয়।
কাঞ্চন মালা দেবী নামে তাহান পত্নী হয় ।।
আর রানী ছিলেক যে নামে গুণবতী।
তৃতীয় রানীর নাম হয় সত্যবতী ।।
নাটঘরের চৌধুরী রঘুনাথ ছিল।
তার পিসী রাজা জগতরাম রাণী হৈল ।।
রাজা রামচন্দ্র জগতরাম সুত হয়।
চন্দ্রকলা রাণী নাম তান পত্নী হয় ।।
খাঙ্গাঁরাই মিসিব সুতা রাণী চন্দ্রকলা।
অল্পকালে পতি মৃত্যু ছিলেক অবলা ।।
জগতরাম পুত্র আর রাজা বলরাম।
তান রাণী রাজমালা নাহিক উপমা ।।
চম্পকাবতী নামেতে আর পত্নী ছিল।
এই দুই রাণীর নাম প্রত্যেক লিখি ল।।
জগত সুত রাজা ধনঞ্জয় রায়।
তাহান পত্নী রাণী ভবানী আখ্যায় ।।
জগতরাম পুত্র রাজা অভিমন্যু আর।
তস্য পত্নী প্রভাবতী নামেতে প্রচার ।।
রাজা জগতরাম কন্যা গঙ্গা যে কুমারী।
তৎ কনিষ্ঠা ভগ্নী হয় খঞ্জনা সুন্দরী।।

রাজা রামকৃষ্ণ বলরামের সন্ততি।
তাহান যে রাণী হয় নামে পূর্ণবতী ।।
রামকৃষ্ণ ভগিনী রত্নমালা যে কুমারী।
কালিচরণ ঠাকুরের হয় তিনি রাণী ।।
কালীচরণ সুতু **শ্রীরামলোচন।**
তাহান ভগিনী রামপ্রিয়া একজন ।।
আনন্দময়ী কুমারী দুর্গা মাণিক্যের।
তাহান পতি রামলোচণ ঠাকুর ।।
উর্মিলা নামেতে কন্যা তাহান হইল।
তিলক সিংহ মেখলী তাকে বিবাহ কৈল ।।
রামলোচনের ভগ্নী রামপ্রিয়া নামেতে।
বিষ্ণুরাম কবরা পতি হয়ে তাতে ।।
রঘুমণি জমাদার হয়েত নন্দন।
পরিচয় জন্যে তাহা করিল লিখন ।।
রামকৃষ্ণ রাজকন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া সতী।
রুদ্র নোবোজীর পুত্র রামশঙ্কর পতি ।।
রাজা ধনঞ্জয় সুত পরশুরাম রাজা।
লক্ষ্মী প্রিয়া কুমারী যে তাহান অনুজা ।।
আরেক ভগিনী কৃষ্ণপ্রিয়া শিষ্টমতি।
চুন্তাই খিতঙ্গেঁর পুত্র যুধিষ্ঠির পতি ।।
রাজা পরশুরাম পত্নী রাণী মহামায়া।
আরেক যে নবদুর্গা হয় তান জায়া। ।
দুর্জ্জয় কবরার কন্যা রাণী দুইজনা।
এক সহোদরা ছিল অতি সুলক্ষণা ।।
পরশুরামের আর পত্নী হরিমালা ছিল।
সম্পদ কবরা কন্যা পরিচয় দিল ।।
ধনমালা চতুর্থ রানী বীর সিংহ সুতা।
লক্ষ্মী নামে পঞ্চমীরানী গোবিন্দ দুহিতা ।।
গোবিন্দ প্রিয়া কুমারী মহামায়া সুতা।
বাসী ঠাকুর নাম তাহান বণিতা ।।

হরিমালা গর্ভে জন্মে শ্রীরাম ঠাকুর।
অল্পকালে মৃত্যু হৈল গেল সুরপুর ।।
পরশুরাম সহোদরা লক্ষ্মী প্রিয়া ছিল।
রাজমণি উজীর তাকে বিবাহ করিল ।।
তাহান গর্ভেতে জন্মে রামজয় উজীর।
উজীর শ্রেণীতে লিখা আছয়ে যে স্থির ।।
জগতরাম সুত রাজা অভিমন্যু রায়।
তান রাণী প্রভাবতী বলিল তাহায় ।।
তাহান যে পুত্র হয় রাজা প্রভুরাম।
বৈমাত্রেয় ভগ্নী তান মনাই নাম ।।
কমলাবতী নামেতে প্রভুরাম রাণী।
সম্পদ কবরার তিনি হয়েত নন্দিনী ।।
জানকীরাম ঠাকুর প্রভুরাম সুত।
পার্ব্বতী তাহান পত্নী ছিলেক পূর্ব্বেত ।।
পার্ব্বতীর পিতা ছিল লক্ষ্মণ সেনাপতি।
তস্য পিতা কাশীরাম সিরিজদার খ্যাতি ।।
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্মে নামে রাধাপ্যারী।
শিবজয় ঠাকুরের ছিলেক যে নারী ।।
তাহান দুহিতা হয় নামে চন্দ্রমালা।
মহেশচন্দ্র ঠাকুরের হয়েত অবলা ।।
জানকীরাম ঠাকুরের আর পত্নী যেন।
ব্রজেশ্বরী ঠাকুরাণী নাম যে তাহান ।।
নন্দদুলাল ঠাকুরের হয়েন যে সুতা।
রাম নারায়ণ ঠাকুর হয় তান পিতা ।।
নামেতে ত্রিপুরেশ্বরী ব্রজেশ্বরী সুতা।
শিবজয় ঠাকুরের দ্বিতীয় বনিতা ।।
তাহান লক্ষ্মী নামে কন্যা একজন হৈল।
উজীর বীজিতে তাহা সকল লিখিল ।।
ব্রজেশ্বরীর তনয় হইলেক যেন।
ভৃগুরাম, মুকুন্দ ঠাকুর এই দুজন ।।

অভিমন্যু রাজকন্যা মনাই ঠাকুরাণী।
চুন্তাই খিতঙ্গঁ পুত্র পতি বীরমণি ।।
জগতরাম সুত রাজা রামচন্দ্র হয়।
তান রাণী চন্দ্রকলা বলিল নিশ্চয় ।।
তাহান পুত্র কন্যা না জন্মিল যেন।
রাজা রামচন্দ্রের যে হইল মরণ ।।
তান রাণী চন্দ্রকলা পুষ্যপুত্র করে।
লক্ষ্মী নারায়ণ বড়ুয়া সুত মাধবেরে ।।
মাধব পত্নী দুর্গা নাম্নী বন্ধ্যা আচরণ।
তাহান যে পুত্র কন্যা না হওয়া কারণ ।।
মাধবচন্দ্র কালপ্রাপ্ত হৈল তারপরে।
দুর্গা দেবী পুষ্য করে গঙ্গাঁ প্রসাদেরে ।।

গঙ্গাঁ প্রসাদের মাতা কৃষ্ণমালা হৈল।
গঙ্গাঁ প্রসাদের পিতা কৃষ্ণ জীবন ছিল ।।
গঙ্গাঁ প্রসাদ পত্নী সুমিত্রা নামেতে।
তান শ্রেণী লিখা লক্ষ্মীনারায়ণ বীজিতে ।।
জগতরামের কুমারী গঙ্গাঁ ঠাকুরাণী।
গোবর্দ্ধন কবরার হয়েত গৃহিণী ।।
তস্য পুত্র হরি ঠাকুর কন্যা মহামায়া।
মহামায়া হইলেক তিন কড়ি জায়া ।
শ্রী সুবার তনয় তিনি যেন ছিল ।।
পরিচয় জন্যে তাহা বিশেষ লিখিল।
সর্ব্ব মঙ্গঁলা নামে গোবর্দ্ধন আর সুতা ।।
দুর্গারাম ঠাকুরের হয়েন বণিতা।
দুর্গারামের পত্নী রাজমালা নামেতে ।।
রামকানু ঠাকুর পত্নী জানিবা তাহাতে।
দুর্গারাম ভগ্নী রত্নমালা যেন ছিল ।।
হরিমণি যুবরাজের নানুয়া কহিল ।
তিন কড়ি সুত রামরত্ন নাম জানি ।।

তাহান যে সহোদরা দুর্গা ঠাকুরাণী।
রাজধর মাণিক্যের সুমিত্রা কুমারী ।।
রামরত্ন ঠাকুরের ছিলেক যে নারী।
দুর্গার যে পতি হয় মদন উজীর ।।
পীতাম্বর ঠাকুর বীজে লিখিলেক স্থির।
গোবর্দ্ধন কবরা পুত্র হরি ঠাকুর যেন ।।
চন্দ্রকলা নামে পত্নী হইল তাহান।
তান কন্যা যোগমায়া জানিবা নিশ্চয় ।।
কাশী মাণিক্য পত্নী বলি পরিচয়।
হরির অপর পত্নী চন্দনী নামেতে ।।
রামচরণ ঠাকুর জন্মিল তাহাতে ।।
তস্য তনয় কৃষ্ণচরণ নাম ধরে।
ফেড়ি কুমারীকে তিনি বিবাহ যে করে ।।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের হয়েত কুমারী।
এক কন্যা জন্মিলেক ঘরেত তাহারি ।।
জগতরাম ভ্রাতা যুবরাজ নরহরি।
জয় মাণিক্য যুবরাজ বলিল বিস্তারী ।।
তস্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কন্যা রাজমালা।
কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের পত্নী ইন্দ্রমালা ।।
ইন্দ্রমালা হয় কৃষ্ণমাণিক্য ভাগিনী।
সন্তান নাহিক তান কি লিখিব শ্রেণী ।।
রাজমালা কুমারীর পতি ভদ্রমণি।
তাহান তনয়া হৈল চাম্পা ঠাকুরাণী ।।
চাম্পার ভগিনী নামে টৌকানী কুমারী ।।
দুই সহোদরা যেন কহিব বিস্তারী।
চাম্পা কুমারীর পতি চারু রামঠাকুর ।।
গদাধর নাজির পুত্র সাধক প্রচুর।
এক কড়ি চুন্তাই হয় টৌকানীর পতি।
শিবভক্তি চুন্তাইর হয়েন সন্ততি ।।
ভদ্রমণি আর অপর পত্নী সুত।
ডেঙ্গুঁ সেনাপতির যে ছিলেক দৌহুত্র ।।

নরহরি যুবরাজের অপর পত্নীতে।
ভদ্রমণি ঠাকুর জন্মে তাহান গর্ব্ভেতে ।।
তাহান যে পুত্র রামকেশব নাম ছিল।
তাহান সন্তান এক কুমিল্লা রহিল ।।
রামগঙ্গাঁ মাণিক্য রাজা পুণ্যের ভাজন।
দুই দ্রোণ জমি তাকে দিল সেইক্ষণ ।।

জগন্নাথ ঠাকুর শ্রেণী বর্গ।

জগন্নাথ নামে কল্যাণ মাণিক্য তনয়।।
তস্য পুত্র সূর্য্যপ্রতাপ উজীর যে হয়।
রাম মাণিক্যের উজীর তিনি যেন ছিল ।।
পরিচয় জন্যে তাহা বিশেষ লিখিল ।।
সূর্য্যপ্রতাপের ধন ঠাকুর যে সুত।
তস্য পুত্র হরিধন ঠাকুর বিখ্যাত ।।
ত্রিপুরা বাঙালী তাহান দুই পত্নী ছিল।
বাঙালী গর্ব্ভেতে রুদ্রমণি সুবা হৈল ।।
মুকুন্দ মাণিক্যের নৃপের তিনি সুবা যেন।
সুবা করিল তানে খেদার কারণ ।।
পূর্ব্বে রুদ্রমণি সুবা নাম যে আছিল।
জয় মাণিক্য নামে পরে নৃপ হৈল ।।
তান মহারাণী হয় যশোদা নামেতে ।।
জয় মঙ্গঁল ঠাকুর জন্মিলেক তাতে।
অঞ্জনা নামেতে হয় তাহান ভগিনী ।।
শ্রী সুবা পতি হয় এই মাত্র জানি।
জয় মাণিক্যে সুবা তাহাকে করিল ।।
মতাই স্থানেতে নৃপের রাজধানী ছিল।
উদয়পুর দক্ষিণ ভাগে সেই স্থান হত্র ।।
জয় মাণিক্য রাজা রাজত্ব করয়।
জয় মাণিক্য রাজার জয় মঙ্গঁল সুতা ।।

জাহ্নবা তাহান পত্নী বলিল নিশ্চিত ।।
চুড়ামণি কারকোনের দৌহিত্রি যে তিনি।
পুত্র কন্যা না হইল এই মাত্র জানি ।।
জয় মঙ্গঁল ঠাকুরের কালপ্রাপ্ত হৈল।
জাহ্নবা মহাসাধ্বী সহগামী গেল ।।
শ্রীসুবার তনয় তিন কড়ি নামেতে।
রত্নমালা পত্নী তান জানিবা এহাতে ।।
গোবর্দ্ধন কবরার কন্যা তিনি হয়ে।
গঙ্গাঁ ঠাকুরাণী রত্নমালার মাতা কহে ।।

রামরত্ন ঠাকুর যে তিন কড়ি তনয়।
তাহান ভগিনী দুর্গা নামে এক হয় ।।
রামরত্ন ঠাকুরের হয়েত রমণী।
রাজধর মাণিক্যের সুমিত্রা নন্দিনী ।।
তাহান যে সন্তানাদি না লিখি এহাতে।
বিস্তারিত লিখা আছে শ্রীসুবা বীজিতে। ।
তিনকড়ি ঠাকুর কন্যা দুর্গা নাম্নী হয়।
মদন উজীর পত্নী বলিল নিশ্চয় ।।
তাহান পুত্রাদি কন্যা না লিখি এহাতে ।
সবিশেষ লিখা গেল পীতাম্বর বীজিতে ।।
শ্রীসুবার আর পত্নী বলঙ্গী যে ছিল।
বলরাম সেনাপতি তনয় জন্মিল ।।
বলরাম সহোদরা নামেতে উত্তরা।
রাম সিংহ সেনাপতির হয়েন যে দারা।
বলরাম সেনাপতির ছিলেক রমণী ।।
কনকমঞ্জুরী নাম্নী কহিলাম শুনি।
তাহান সন্তান বীজি না লিখি এহাতে।
বিস্তারিত লিখা আছে শ্রীসুবা বীজিতে ।।
হরিধন ঠাকুরের আর যে তনয়।
ত্রিপুরা রাণীর গর্ভে হারিধন হ য়।।

বিজয় মাণিক্য নাম তাহান হইল।
সুনন্দা নামেতে রাণী তাহান কহিল ।।
তাহান যে জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজমালা নামেতে।
ভবানী কুমারী জন্মে তাহার পশ্চাতে ।।
বেচুরী কুমারী আর ফেছরী জন্মিল।
তাহান কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র ছিল ।।
পূর্ব্বে কহিব তাহান ভগ্নীর যে শ্রেণী।
পশ্চাতে কহিব রামচন্দ্রের কাহিনী ।।
রাজমালা কুমারী পতি ছাছিরাম ঠাকুর।
তান পুত্র কালিচরণ বংশেতে ত্রিপুর ।।
রামলোচণ হয়ে তাহান সন্ততি।
দুর্গা মাণিক্য সুতা আনন্দময়ী পতি ।।
রামলোচণ ঠাকুরের রামপ্রিয়া ভগিনী।
বিষ্ণুরাম কবরার ছিলেক রমণী।
জগন্নাথ নামে ঠাকুর ভবানীর পতি।
সোনামণি ঠাকুর হয়ে তাহান সন্ততি ।।
তাহান ভগিনী হয় নামে চন্দ্রকলা।
দুর্গামণি উজীরের ছিলেন অবলা ।।
তাহাদিগের বীজ মত না লিখিল আর।
জয়দেব জগন্নাথ বীজিতে বিস্তার ।।
আর কুমারী নাম বেচুরী যে ছিল।
দুঃখমণি ঠাকুরে তাকে বিবাহ করিল ।।
তাহান সন্তান কিছু না হইল আর।
যোগীরাম সুবা বীজে লিখি আর বা র।।
চতুর্থ কুমারী হয় ফেছরী নামেতে।
দুর্জ্জয় কবরা পত্নী জানিবা তাহাতে ।।
এহাতে তাহান সন্তান বীজ না লিখিল।
দুর্জ্জয় কবরা বীজে সকল কহিল ।।
এবে কহি রামচন্দ্র ঠাকুর বিবরণ।
তান পত্নী হস্‌মতি নাম কহিল এখন ।।

শম্ভু ঠাকুর হৈল তাহান সন্ততি।
সর্ব্ব মঙ্গঁলা নাম্নী তাহান যে পত্নী ।।
সর্ব্ব মঙ্গঁলার পিতা ভাস্কর যে ছিল।
ভদ্রমণি দেওয়ানের জামাতা হইল ।।
ভগবানচন্দ্র হয় শম্ভুর তনয়।
তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র হয় ।।
তাহান ভগিনী হৈল নামে পদ্মাবতী।
নীলমণি ঠাকুর হয় তাহান যে পতি ।।
উন্দুরীয়া তাহার পুত্র হৈল একজন।
শম্ভুর দৌহুত্র শ্রেণী হৈল সমাপন ।।

রামচন্দ্রের পত্নী নয়াবী নামেতে।
কাশী ঠাকুর জন্মে তাহান গর্ব্ভেতে ।।
রূপাতী নামেতে হৈল তাহান রমণী।
রাজেন্দ্র তাহার পুত্র কহিল এখনি ।।
তাহার ভগিনী হৈল রাধিকা নামেতে।
জগমোহন সুবা পতি হয়ে তাতে ।।
কাশীর আরেক পত্নী নামেতে রঙ্গঁতি।
তাহান যে কন্যা হয় নামে দলবতী ।।
তাহার যে পতি হয় শ্রী পদ্মলোচন।
জগন্নাথ বড়ুয়ার হয়েত নন্দন ।।
রামচন্দ্রের সাবরঙ্গঁ অপর বণিতা।
হরিমালা,বিষ্ণুমালা, কৌশল্যা দুহিতা ।।
হরিমালার পতি রাজমঙ্গঁল দেওয়ান।
তাহান যে পুত্র হয় নামে ত্রিলোচন ।।
কাপাইয়া তার নাম বিষ্ণুমালা পতি।
চিন্তামণি নামে হৈল তাহার সন্ততি ।।
লক্ষ্মণ কারকোন সুত নাম ইন্দ্রজিত।
কৌশল্যার পতি হয় জানিবা নিশ্চিত ।।
ইন্দ্রজিতের পুত্র গদাধর আরজন।
ইন্দ্রজিতের এক কন্যা বলিল এখন ।।

রামচন্দ্রের পত্নী পবরঙ্গঁ ছিল।
কৃষ্ণমালা নামে কন্যা তাহান হইল ।।
তাহার যে পতি রামচন্দ্র নাম হয়।
তার পিতা মঙ্গঁল ঠাকুর কহি পরিচয়।।
রামচন্দ্রের আর পত্নী রম্ভী নাম ছিল।
রামকানু ঠাকুর যে তান পুত্র হৈল।।
রামকানু ঠাকুর পত্নী নামেতে দুর্গাবতী।
কৃষ্ণচন্দ্র, চিত্তমণি তাহার সন্ততি।।
উদয়চন্দ্র মধুচন্দ্র চারি সহোদর।
দময়ন্তী নামে ভগ্নী হইল তৎপর ।।
তাহার যে পতি হয় গোপীয়া নামেতে।
শ্রীধরমণির পু ত্র জানিবা তাহাতে।।
রামকানু আর পত্নী শিক্তুতি ছিল ।।
কমলা নামেতে কন্যা তাহাতে জন্মিল।
রাজমঙ্গঁল নাম তাহার যে পতি।
কণ্ঠমণি ঠাকুরের হয়েত সন্ততি ।।
বিজয় নৃপ আর রাণী সারদা নামেতে।
কুঞ্জলতা কুমারী যে জন্মিল তাহাতে ।।
গুমানিয়া নামে হয় তাহান যে পতি।
তাহান ঔরষে না হইলেক সন্ততি ।।
আগরতলা বৃন্দাবনচন্দ্রের বাটীতে।
কুঞ্জলতা মন্দির দিল বিষ্ণুদেব প্রীতে ।।

যাদব ও রাজবল্লভ ঠাকুর শ্রেণীবর্গ

কল্যাণ মাণিক্য রাজার কণিষ্ঠা যে রাণী।
যাদব, রাজবলাই দুই পুত্র শুনি ।।
যাদবের নাম মাল ঠাকুর কহিত।
রাজবলাইকে বীর ঠাকুর বলিত ।।
বিশগ্রামে তাহাদিগের ছিলেক জাগির।
জাগির পাইয়া তথায় রহিল সুস্থির ।।
এ বিষয় তান শ্রেণী প্রচার না হয়।
সেই শ্রেণীতে ফেড়ি ঠাকুর জন্ময় ।।
তাহান তনয় ছিল শ্রী কালিচরণ।
রামগঙ্গা মাণিক্যামলে হইল মরণ ।।
কালিচরণ ঠাকুরের বিবাহ না হইল।
এ বিষয় সন্তানাদি কিছু না রহিল ।।

রাজ দৌহিত্র শ্রেণী বর্গ

এখন কহিয়ে রাজ দ্রৌহুত্র সন্ততি।
ত্রিপুরাগণ সঙ্গেঁ সম্বন্ধ যত ইতি।
কল্যাণ মাণিক্য পৌত্র সূর্য্য প্রতাপ ছিল।
তাহান কনিষ্ঠ ভ্রাতা চম্পক যুবরাজ হৈল।।
তাহান দৌহিত্র শ্রেণী চন্ডীচরণ হয়।
যাদুমণি দেব হয় তাহান তনয়।।
তস্য পত্নী গৌরীদেবী নাম যেন ছিল।
তস্য পুত্র পীতাম্বর নামেতে হইল।।
তৎ কনিষ্ঠ নীলাম্বর ঠাকুর আখ্যান।
তস্যানুজ শিবরাম যে তাহান।।

(১) পীতাম্বর ঠাকুর শ্রেণী

আদ্যো কহি পীতাম্বর ঠাকুরের শ্রেণী।
তাহান পত্নীর নাম ছিলেক যে ধনী।।
বেচুরাম কবরা হয়ে তাহান তনয়।
জাহ্নবা তাহান পত্নী বলি পরিচয়।।
শিবভক্তি চুন্তাই যে তাহান পিতা ছিল।
কৃষ্ণ মাণিক্যে তাকে চুন্তাই করিল।।
বেচুরাম কন্যা যেন মোহদা নামেতে।
তৎ কনিষ্ঠা ডোমাই জন্মিল পশ্চাতে।।
তস্য ভ্রাতা মদন উজীর দুর্গা মাণিক্যের।
তারপরে কহিতেছি বংশ যে তাহার।।

লক্ষ্মণ মাণিক্য রাজা মোহদার পতি।
তস্য পুত্র দুর্গা মাণিক হইল ভূপতি।।
তাহান সন্তান বীজ হইলেক যত।
ধর্ম্ম মাণিক্যের বীজে লিখি শ্রেণী মত।।

বেচুরাম আর কন্যা ডোমাইর পতি।
বীরমণি বড় ঠাকুর ছিলেন যে খ্যাতি।।
বীরমনি বড় ঠাকুর কৃষ্ণ মাণিক্যের।
তাহান সন্তান নাই লিখিল তৎপর।।
মদন উজীর পত্নী দুর্গা নাম্নী ছিল।
রামরত্ন ঠাকুরের ভগিনী কহিল।।
দুর্গার যে কন্যা চন্দ্ররেখা নাম্নী হয়।
কাশী মাণিক্যের রাণী বলিল নিশ্চয়।।
তাহান তনয়া হৈল যশোদা কুমারী।
জগবন্ধু নাজিরের ছিলেন যে রাণী।।
নাজির বীজিতে তাহা লিখিল সকল।
তাহাতে জানিবা বংশ যে মত হইল।।
মদন উজীর আর দাগনী পত্নীতে।
ভবানী চরণ ঠাকুর জন্মিল তাহাতে।।
তস্য ভ্রাতা রাধাচরণ নামে এক ছিল।
অল্পকালেতে তাহার মরণ হৈল।।
ভবানীচরণ পত্নী অন্নপূর্ণা যেন।
ইন্দ্র সেনাপতি কন্যা পরিচয় তাহান।।
তস্য পুত্র মধুচন্দ্র, উদয়চন্দ্র আর।
তৎ কনিষ্ঠ ধনঞ্জয় ভ্রাতা যে তাহার।।
তস্য ভগ্নী মহেশ্বরী কৌশল্যা হইল।
তাহার কনিষ্ঠা দয়মন্তী যে জন্মিল।।
মহেশ্বরী পতি দীনদয়াল নামেতে।
তস্য পিতা লক্ষ্মীধর বলিল ইহাতে।।
মদন উজীর কন্যা নামে পুষ্পবতী।
তাহান পতি হয়ে রুদ্র সেনাপতি।।
তাহার যে পুত্র হরি শ্রী পদ্মলোচন।
তস্য ভগ্নী পেটানী আর টুনী আরজন।।
রূপেশ্বরী, ফুলেশ্বরী এই চারিজন।
পেটানীর পতি হয় শ্রীকালিচরণ।।

দেরীয়া কবরা হয়ে টুনীর যে পতি।
লিখিলাম তার বীজি হৈল যত ইতি ।।

মদন উজীর অপর সুগন্ধি বণিতা।
রবি তাহার নাম রাখিলেক পিতা ।।
তাহার যে পতি অমর সিংহ সেনাপতি।
দৈত্য সিং বংশেতে জন্ম বলিলাম ইতি ।।
তস্য কন্যা গয়াবতী নাম যেন হয়।
রামচরণ ঠাকুর করে পরিণয় ।।
মোহন সিং কারকোন পুত্র তিনি হয়ে যেন।
তাহার যে একপুত্র জন্মিল এখন।।
অমর সিংহের আর কন্যা ব্রজেশ্বরী।
কালীশঙ্কর সিরিজদারের হয়ে তিনি নারী।।
তার ঘরে চারি কন্যা হৈল ক্রমাগতে।
বিবাহ না হৈছে, পতি না লিখিল তাতে।।

(২) নীলাম্বর ঠাকুর শ্রেণী

কল্যাণ মাণিক্য পৌত্র সূর্য্যপ্রতাপ ছিল।
তাহান কনিষ্ঠ চম্পক যুবরাজ হৈল।।
তাহান দৌহিত্র শ্রেণী চণ্ডীচরণ হয়।
যাদুমণিদের হয়ে তাহান তনয়।।
তস্য পত্নী গৌরীদেবী নাম যেন ছিল।
তস্য পুত্র পীতাম্বর নামেতে হইল।।
তৎ কনিষ্ঠ নীলাম্বর ঠাকুর আখ্যান।
তস্যানুজ শিবরাম নাম যে তাহান।।
পীতাম্বরের শ্রেণী পূর্ব্বে করিছি লিখন।
নীলম্বরের শ্রেণী কহিব এখন।।
নীলাম্বর ঠাকুর পত্নী সুধন্যা নামেতে।
জয়দেব উজীর জন্মে তাহান গর্ভেতে।।

তাহান যে সহোদরা ভগ্নী এক ছিল।
হাড়িয়া ঠাকুরে তাকে বিবাহ করিল।।
হাড়িয়া ঠাকুর যেন গঙ্গাঁধর সুত।
ধর্ম্ম মাণিক্য নৃপের ছিলেন যে পৌত্র।।
জয়দেব উজীর কৃষ্ণ মাণিক্যের ছিল।
সর্ব্ব মঙ্গলা পত্নী তাহান কহিল।।
সর্ব্ব মঙ্গলার পিতা বীররত্ন যেন।
বীররত্ন পত্নী লক্ষ্মীনাথ যে তাহান।।
বীররত্নের পিতা হয়েন গঙ্গাঁধর।
নগুরায় তান পত্নীর ছিলেক যে নাম।।
জয়দেব উজীরের কুমিল্লা বাটীতে।
দীঘি এক দিল উজীর বাটীর পশ্চিমেতে।।
রাজমণি, নীলমণি, দুর্গামণি যেন।
এই তিনজন হয়ে উজীর নন্দন।।
উজীরের আর পত্নী রুক্মিণী নামেতে।
অম্বিকা, যোজন গন্ধা রম্ভা জন্মে তাতে ।।
উজীর অপরা পত্নী খালাইব ছিল।
তাহান যে একপু... জন্‌মি মৃত্যুহৈল ।।
উজীর অপর ভার্য্যা নামেতে চন্দনা।
প্রভাবতী নামে হৈল তাহান নন্দিনী।
রাজমণি উজীর রাজধর মাণিক্যের।
তান পত্নী লক্ষ্মী প্রিয়া কহিল তৎপর।।
লক্ষ্মী প্রিয়া পিতা হয়ে রাজা ধনঞ্জয়।
ছত্র মাণিক্য শ্রেণী বলিল নিশ্চয়।।
রাজমণি উজীর পুত্র রামজয় ছিল।
কৃষ্ণকিশোর নৃপে তাকে উজীর করিল।।
রামজয় উজীর পত্নী নামেতে চারুমতী।
ধনঞ্জয় সুবার কন্যা কহিলাম ইতি।।
রামজয় আর পত্নী শুদ্ধমতী যেন।
মেঘল তাহান পিতা এইত প্রমাণ।।

শুদ্ধমতীর কন্যা নবদুর্গা হৈল।
গয়াচরণ ঠাকুর তাকে বিবাহ করিল।।
গয়াচরণ পিতা হয়ে অর্জ্জুন মণি।
পরিচয় জন্যে নাম লিখিল এখনি।।
রামজয় আর পত্নী হয়েত যমুনা।
সন্তান না হৈল তান বন্ধ্যা সেই জনা।।
রাজমণি উজীরের আর পত্নী যেন।
বিরদা তাহার নাম কহিল এখন।।
দুর্জ্জয় কবরার কন্যা হয়েনত তিনি।
দুর্গামণি ঠাকুরের হয়েন ভগিনী।।
বিবদার পুত্র ছিল শরণ ঠাকুর।
তান পত্নী সত্যভামা গেল সুরপুর।।
দুর্গাচরণ কবরার কন্যা তিনি হয়।
দেওড়াই বংশেতে জন্ম তান পরিচয়।।
শরণ ঠাকুর ভগ্নী নামেতে সারদা।
জগমোহন ঠাকুরের হয়েত প্রমদা।।
দুর্গাচরণ দেওয়ানের পুত্র তিনি হয়।
অভয়াচরণ যে জগমোহন তনয়।।
অভয়চরণ পত্নী জয়দুর্গা কুমারী।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের দুহিতা যে হেরি।।
জয়দেব উজীর সুত হয়ে দুর্গামণি।
তান পত্নী চন্দ্রকলা বলিল আপনি।।
জগন্নাথ ঠাকুর হয় চন্দ্রকলা পিতা।
ভবানী কুমারী জগন্নাথের বনিতা।।
দুর্গামণি রামগঙ্গাঁ মাণিক্য উজীর।
তাহান তনয় কৃষ্ণজয় হয়ে ধীর।।

মোহদা নামেতে হয়ে তাহান বণিতা।
রুদ্রমণি নেবোজীরের হয়েত দুহিতা।।
কৃষ্ণকিশোর মানিক্যের কৃষ্ণজয় উজীর।
তস্য পুত্র শিবজয় ঠাকুর সুস্থির।।

তাহান প্রথমা পত্নী রাধা প্যারী।
জানকীরাম ঠাকুরের ছিলেক কুমারী।।
তাহান তনয়া নাম হয় চন্দ্রমালা।
মহেশচন্দ্র ঠাকুরের হয়েত অবলা।।
শ্রী মহেশচন্দ্র পদ্মলোচন তনয়।
কাশীচন্দ্র মাণিক্যের দৌহিত্র যে হয়।।
শিবজয় ঠাকুরের দ্বিতীয় বণিতা।
জানকীরাম ঠাকুরের হয়েন দুহিতা।।
ত্রিপুরেশ্বরী কুমারী নাম যে তাহান।
লক্ষ্মী নাম তান কন্যা বালিকা এখন।।
শিবজয় ঠাকুরের তৃতীয় বণিতা।
পদ্মাবতী নাম তান ছত্রের দুহিতা।।
ছত্রাজিতের যেন ছিলেক অবলা।
লিখিতেছি তান নাম হয় রত্নমালা।।
ছত্রাজিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা যমুনা নামেতে।
তাহান ভগিনী শরী জন্মিল পশ্চাতে।।
তাহান কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মলোচন হয়।
ভ্রাতৃ ভগ্নী চারিজন বলিল নিশ্চয়।।
যমুনার পতি হয় নামে দেবচরণ।
তাহার যে পুত্র জন্মে শ্রীব্রজমোহন।।
ছত্রের প্রত্যেক বীজি লিখি ক্রমাগতে।
বিস্তারিত জানিবা যে তাহার শ্রেণীতে।।
শিবজয় ঠাকুরের আর যে গৃহিণী।
অম্বিকা তাহার নাম বলিল এখনি।।
দুর্গারাম নাম হয় তাহান যে পিতা।
প্রত্যঙ্গিকা নামেতে ছিলেক তান মাতা।।
তাহান যে কন্যা হয় যমুনী নামেতে।
সোদন পেতন ঠাকুর জন্মিল পশ্চাতে।।
যমুনীর পতি রাম শঙ্কর হইল।
তার পিতা চন্ডীচরণ নাম যে কহিল।।

জয়দেব ঠাকুরের রুক্মিণী পত্নীতে।
অম্বিকা যোজন গন্ধা রম্ভা জন্মে তাতে।।
অম্বিকার পতি শুকদেব নাম ছিল।
গদাই সেনাপতির পুত্র তিনি যেন হৈল।।
তস্য কন্যা চন্দ্ররেখা, ইন্দ্ররেখা হয়।
চন্দ্ররেখার পতি কালিচরণ নিশ্চয়।।
রামকান্ত সেনাপতি তাহান নন্দন।
তস্য পত্নী ধনমালা কহি নিরোপণ।।
রামকান্ত সহোদর ভরতরাম ছিল।
বিবাহ না হৈয়া তাহান কালবশ হৈল।।
রামকান্তের ভগিণী নামে পদ্মাবতী।
যুধিষ্ঠির হইলেক তাহার যে পতি।।
তস্য কন্যা চন্দ্রাবলী হৈল একজন।
তাহার যে পতি বলিল এখন।।
চাড়ালিয়া কারকোন ইন্দ্ররেখা পতি।
কাশীমাণিক্যের কারকোন করিলেন খ্যাতি।।
তস্য পুত্র সঙ্গাদাস সেনাপতি ছিল।
তান ভ্রাতা ভগীরথ কারকোন হৈল।।
কাশী মাণিক্য কারকোন হইলেক তিনি।
তার ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ বলিল এখনি।।
তৎ কনিষ্ঠ কমল ঠাকুর যে হইল।
তদনুজ শিবদাস নাম যে হইল।।
চাড়ালিয়া কারকোন পুত্র এই পঞ্চজন।
শ্রীমতি নামেতে কন্যা পশ্চাতে জনন।।
চারুমতী নামে হয় তাহান ভগিণী।
তারপর লিখিতেছি ভ্রাতা ভগ্নী শ্রেণী।।
গঙ্গাদাস সেনাপতির সমী যে রমণী।
সমীকে পুষিয়া ছিল চন্দ্ররেখা রাণী।।
গঙ্গাদাসের কন্যা শান্ত যে নামেতে।
শিশুকালে মৃত্যু হৈল বিবাহ না হৈতে।।

ভগীরথ কারকোন কাশী মাণিক্যের।
রত্নমালা পত্নী তান বলিল তৎপর।।
রাধাকৃষ্ণের পত্নী শরী যে নামেতে।
ইন্দ্রজিত কবরার কন্যা হয় তাতে।।
রামকমল ঠাকুরের হয়েত রমণী।
কাশী মাণিক্য কন্যা নামেতে ফাফুনী।।
তস্য পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র নবকুমার যেন।
তৎ কনিষ্ঠ কালীকুমার ভ্রাতা তিনজন।।
তস্য ভগ্নী কিশোরী যে লক্ষ্মী দয়াময়ী।
বিবাহ না হইয়াছে বলিলাম এই।।
চাড়ালিয়া কারকোনের তনয়া শ্রীমতি।
কালীকৃষ্ণ সুবা হয় তাহান যে পতি।।
জয়ন্তী নামেতে কন্যা তাহান হইল।
নেবোজীর সুত গৌরে বিবাহ করিল।।
খেরুয়া তাহার পুত্র হৈল একজন।
ভুবন নেবোজীর বীজে হইয়াছে লিখন।।
চাড়ালিয়া কারকোনের কন্যা চারুমতী।
রামজীবন হয় তাহান যে পতি।।
দুর্জ্জয় কবরার অপরা পত্নীতে।
রামজীবন জন্মে তাহার গর্ভেতে।।
যোজন গন্ধা নামেতে জয়দেব সুতা।
গোবর্দ্ধন সেনাপতির হয়েত বণিতা।।
তাহান পুত্র মাধব, উদ্ধব নামেতে।
ছবৈয়া সহোদর জন্মিল পশ্চাতে।।
মাধবী আর লেধী হয় তাহান ভগিণী।
আজকগরী ভগ্নী আর ঊষা যে টুকনী।।
রাজধর নৃপ কন্যা সুদক্ষিণা ছিল।
মাধব ঠাকুরে তাকে বিবাহ করিল।।
বনমালী ঠাকুর যে তাহান তনয়।
তস্য ভগ্নী চন্দ্রপ্রভা লিখি পরিচয়।।

তাহান আর ভগ্নী বিধুমুখী ছিল।
সহোদর সহোদরা তিনজন হৈল।।
বনমালী পত্নী হয় হাড়িনী নামেতে।
রাজমঙ্গল নাজির কন্যা জানিবাএমতে।।
চন্দ্রপ্রভা পতি হয় কবরা রত্নমণি।
উত্তরিয়া সেনাপতি তার পিতা জানি।।
বিধুমুখীর পতি নন্দু নাম ছিল।
রাঘবরাম নাজির পুত্র এইত বলিল।।
মাধব ঠাকুর ভগ্নী মাধবীর পতি।
কাইত নামিক শত্রাজিত সেনাপতি।।
তস্য পুত্র মণিরাম ত্রিপুর জমাদার।
হরিরাম ত্রিপুর কন্যা পত্নী যে ইহার।।
তাহার যে পুত্র কন্যার নিবাস পাড়াতে।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিল ইহাতে।।
মাধব ঠাকুর ভগ্নী লেধী নাম ছিল।
লক্ষ্মণ সেনাপতি তাকে বিবাহ করিল।।
মাধব ঠাকুর ভগ্নী নাম আজকারী।
রাম শঙ্কর চুন্তাইর হয় তিনি নারী।।

(৩) শিবরাম শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(৪) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(৫) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(৬) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(৭) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(৮) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(৯) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(১০) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(১১) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(১২) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(১৩) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(১৪) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট
(১৫) . . . শ্রেণী নিরুদ্দিষ্ট

(১৬) যোগীরাম সুবা শ্রেণী

হরিমনি যুবরাজের সোদরা ভগিনী।
যোগীরাম সুবার যে ছিলেক রাণী।।
মুকুন্দ মাণিক্য সুবা যোগীরাম হয়।
তান পুত্র আছুমণি সুবা যেন কয়।।
তস্য ভ্রাতা দুঃখমণি হইল আরজন।
তাহান যে সহোদরা জন্মে আরজন।।
জগন্নাথ কত্তাল মিসিব তাহার তনয়া।
আছুমণি সুবার বৈশাখী নামে জায়া।।
আছুমণি সুবার আর ছিলেক রমণী।
জয়দেব উজীরের পিসাত ভগিনী।।
কৃষ্ণমাণিক্য সুবা আছুমণি ছিল।
বৈশাখীর গর্ভে ধনঞ্জয় সুবা হৈল।।
তাহান ভগিনী যেন যশোদা নামেতে।
রাঘবরাম নাজীর পত্নী বলিল এহাতে।।
ধনঞ্জয়-সুবা পত্নী মেনকা যে ছিল।
বেচারাম সেনাপতির কন্যা যে বলিল।।
ধনঞ্জয় কন্যা হয় নামে চারুমতী।
তান ভগ্নী বাচু নাম্নী বলিলাম ইতি।।
ধনঞ্জয় সুবা পুত্র কালীকৃষ্ণ হয়।
তারপরে তার শ্রেণী লিখি যেবা হয়।।
রামজয় উজীর যে চারুমতী পত্নী।
তাহান গর্ভেতে না হইলেক সন্ততি।।
বাঠুর পতি ভবানীচরণ নাম যেন।
মোহন কারকোন পুত্র বলিল এখন।।
কালীকৃষ্ণ সুবা পত্নী শ্রীমতি নামেতে।
চারালিয়া কারকোন কন্যা কহিল এহাতে।।
চারুমতীর কন্যা জয়ন্তী জন্মিল।
গৌর কিশোরে তাকে বিবাহ করিল।।
ভুবনেশ্বর নেবোজীরের ছিলেক তনয়।
পরিচয় জন্যে নাম লিখিল নির্ণয়।।

কালীকৃষ্ণ সুবার আর সন্ধি যে পত্নীতে।
জগমোহন, জগতরাম জন্মিল তাহাতে। ।
কৃষ্ণকিশোর নৃপ সুবা জগমোহন হৈল।
রাধিকা কাশীর কন্যা বিবাহ করিল। ।
ভুবনেশ্বরী নামেতে পদ্মলোচন সুতা।
জগরাম ঠাকুরের তিনি যে বণিতা। ।
আছুমণির কনিষ্ঠা পত্নীর নন্দিনী।
মোহিনী তাহার নাম এই মতে জানি। ।
তাকে কণ্ঠমণি কবরা বিবাহ করিল।
সদানন্দ নামে পুত্র তাহাতে জন্মিল। ।
ধনঞ্জয় সুবা হৈল রাজধর মাণিক্যের।
রামগঙ্গাঁ মাণিক্য সুবা কালীকৃষ্ণ আর। ।
কৃষ্ণকিশোর নৃপ সুবা জগমোহন হৈল।
কালীকৃষ্ণ সুবার বীজ লেখা গেল।
আছুমণি সুবার যে ছিলেন রমণী। ।
রাঠুমণি আছুতৈনাইর হয়েত রমণী। ।
রাঠুমণির কন্যা যে হইল একজন।
কণ্ঠমণি তান পতি বলিল এখনি। ।
তান পুত্র পঞ্চানন নামে এক ছিল।
মহামুনসিব রাজধর মাণিক্যে করিল। ।
তাহান পত্নী যে হইলা রত্নমালা।
নকুল ঠাকুর কন্যা তিনি যেন ছিলা। ।
আছুমণি সুবার কনিষ্ঠ দুঃখমণি।
বেচুরী কুমারী ছিল তাহান রমণী। ।
বিজয় মাণিক্য নৃপের কন্যা তিনি হয়।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিল নিশ্চয়। ।
আছুমণি সুবা এক পুষ্করিণী দিল।
দেবগ্রামেতে তাহা উৎসর্গ করিল। ।
ধনঞ্জয় সুবা পত্নী মেনকা নামেতে।
নুরনগর ঘোলঘর দীঘি দিল তাতে। ।

আছুমণি সুবার যে হইল মরণ।
তান তিন্ন পত্নী সহমৃতা যে তখন। ।
দুঃখমণি ঠাকুর গেল স্বর্গপুরী।
সহগামী হইলেক বেচুরী কুমারী। ।

ইতি যোগীরাম সুবা শ্রেণী কথনে ষোড়শ প্রকরনম্।।

(১৭) মণিশ্চন্দ্র নাজির শ্রেণী

চন্দ্রকীর্ত্তি নাজির যে রত্ন মাণিক্যের।
ভালাবতী নামে পত্নী হইল তাহার। ।
তানপুত্র মণিশ্চন্দ্র নাজির নামেতে।
অভিমন্যু নামে হৈল কনিষ্ঠ তাহাতে। ।
জয়ইন্দ্র মাণিক নাজীর ভ্রাতা দুইজন।
পশ্চাতে কহিয়ে তান বংশ বিবরণ।-।
মণিশ্চন্দ্র নাজীর বংশ কহিয়ে স্বত্বর।
অভিমন্যু নাজীর বংশ বলিব অপর। ।
মণিশ্চন্দ্র নাজীর পত্নী দ্রোপদী হইল।
দেবীয়াঠাকুর যেন তাহাতে জন্মিল। ।
দেবীয়ার পত্নী হৈল মালিযুগ নামেতে।
লক্ষণ ঠাকুর জন্মে তাহার গর্ভেতে। ।
কাশীপ্রসাদ নামে হৈল তান সহোদর।
তস্য ভগ্নী দললক্ষ্মী হইল অপর। ।
তাহার আর ভগিণী নাম নাহি জানি।
দেবীয়ার দুই পুত্র যে নন্দিনী। ।
লক্ষ্মণ ঠাকুর পত্নী ছিল একজনা।
তস্য পুত্র কালীরাম নাম গেল জানা। ।
তৎ কনিষ্ঠ সোনারাম নাম যেন ধরে।
তাহার ভগিনী পদ্মা হইলেক পরে। ।
রামলোচন হৈল তাহার যে পতি।
তার শ্রেণী লিখিলাম হৈল যত ইতি। ।

দেবীয়া পুত্র কাশীপ্রসাদ ঠাকুর যে হৈল।
সুলোচনা নামে পত্নী তাহান কহিল।।
উত্তর সিং মহামুনসিব তাহার তনয়া।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিল জানিয়া।।
কালীপ্রসাদের কন্যা পঞ্চেশ্বরী যেন।
বরপ্তী নামেতে হৈল কন্যা আরজন।।
পঞ্চেশ্বরী পত্নী হৈল রামজয় নামেতে।
নয়কড়ি নামেতে পুত্র জন্মিল তাহাতে।।
বরপ্তীর পতি চান্দরাম নাম হয়।
পরিচয় জন্যে লিখি জানিয়া নিশ্চয়।।
দেবীয়া ঠাকুর কন্যা দললক্ষ্মীর পতি।
হরিরাম নাম তার দেউড়াই খ্যাতি।।
দেবীয়াঠাকুর কন্যা আরজন ছিল।
ওয়াকিরায় নারায়ণ পতিতান হৈল।।
তস্য পুত্র ভবানীচরণ নাম হয়।
মণিশচন্দ্র নাজীর শ্রেণী কহিল নিশ্চয়।।

ইতি মনিশচন্দ্র নাজির শ্রেণী কথনে সপ্তদশ প্রকরনম্।।

(১৮) অভিমন্যু নাজির শ্রেণী

চন্দ্রকীর্তি নাজীর যে রত্ন মাণিক্যের।
ভালাবতী নামে পত্নী হইল তাহার।।
তান পুত্র মণিশ্চন্দ্র নাজীর নামেতে।
অভিমন্যু নামে হৈল কনিষ্ঠ তাহাতে।।
জয়ইন্দ্র মানিক নাজীর ভ্রাতা দুইজন।
অভিমন্যু নাজীর বংশ কহিয়ে এখন।।
অভিমন্যু নাজীরের হয়েত জননী।।
কৃষ্ণমাণিক্যের নাজীর রাঘবরাম ছিল।
যশোদা তাহান পত্নী নাম যেন হৈল।।

আছুমণি সুবার যে হয়েত নন্দিনী।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিলাম জানি।।
রাঘবরাম নাজীরের রাজ মঙ্গল তনয়।
তাহান কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ নামে হয়।।
রাজমঙ্গল নাজীর দূর্গামাণিক্যের।
পূর্ণরেখা নামে পত্নী হইল তাহার।।
মোহনসিং কার কোন কন্যা এই পরিচয়।
তারপরে লিখিতেছি আর যত হয়।।
রাজমঙ্গল কন্যা হাড়িনী নামেতে।
জগবন্ধু নাজীর জন্মে তাহান পশ্চাতে।
বনমালী ঠাকুর হয় হাড়িনীর পতি।।
তাহান বংশেতে কিছু নাহিক সন্ততি।
জগবন্ধু নাজির হয় কাশী মাণিক্যের।
যশোদা কুমারী বিবাহ করে তারপর।।
তাহান কন্যা রাজবিহারী নামেতে।
বিবাহ না হৈছে পতি না লিখি এহাতে।।
কাশী মাণিক্য কুমারী মৃঞ্জরাজ পরে।
কৃষ্ণকিশোর নৃপকন্যা পরিণয় করে।।
টুনাকুমারী নাম তাহান যে হয়।
জগবন্ধু নাজীর করে পরিণয়।।
তাহান তনয় দীনবন্ধু নামে হৈল।
তাহান কনিষ্ঠ আর ভ্রাতা যে জন্মিল।।
রামকৃষ্ণ পত্নী আজুকারী যে নামেতে।
ইন্দ্র সিং কারকোন কন্যা জানিবা তাহাতে।।
রাঘবরাম অপর পত্নী পদ্মাবতী ছিল।
গঙ্গাঁপ্রসাদ কবরা ভগ্নী তিনি যে হইল।।
নন্দু নামে হইলেক পদ্মার তনয়।
তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামদুলাল কয়।।
তাহান ভগিনী হৈল ভঙ্গী যে নামেতে।
দুর্জয় মহামুনশিব পতি হয় তাতে।।

নন্দুর পত্নী বিধুমুখী নাম যেন হয়।
বনমালী ঠাকুর ভগ্নী এই পরিচয়।।
অভিমন্যু নাজীরের ফেলানী ভার্য্যাতে।
শম্ভুঠাকুর হয় তাহার গর্ব্ভেতে।।
শম্ভুঠাকুর পত্নী নামে তিলোত্তমা।
রাজধর মাণিক্য ভগ্নী কি কহি উপমা।।
রম্ভাঠাকুরাণী নামে তনয়া হইল।
রাজলক্ষী নামে তাহান পশ্চাতে জন্মিল।।
রুদ্রমণি নেবোজীর রম্ভার যে পতি।
নেবোজীরের বংশে লিখা আছে যত ইতি।।
রাজলক্ষা পতি দুর্গাচরণ দেওয়ান।
তাহান বংশেতে লিখা তাহান সন্তান।।
শম্ভুঠাকুরের অপর আর পত্নী ছিল।
সুধনী তাহার নাম এহাতে বলিল।।

ইতি অভিমন্যু নাজির শ্রেণী কথনে অষ্টাদশ প্রকরনম্।।

(১৯) ভদ্রমণি দেওয়ান শ্রেণী :

জয় মাণিক্য আর ইন্দ্র মাণিক্যের।
কাহেত ফকিরচান্দ পরিচয় তাহার।।
ভদ্রমণি নামে হৈল তাহার সন্তান।
কৃষ্ণ মাণিক্য নৃপের ছিলেক দেওয়ান।।
ভদ্রমণি দেওয়ানের লক্ষ্মী যে রমণী।
কাঙ্গাঁলীয়া সেনাপতির সোদরা ভগিনী।।
রামরত্ন নামে হৈল তাহার তনয়।
রাজধর মাণিক্য দেওয়ান লিখি পরিচয়।।
তাহান কনিষ্ঠ রাজু সেনাপতি ছিল।
সুলোচনা সুদক্ষিণা ভগ্নি দুই ছিল।।
রামরত্ন দেওয়ানের অম্বিকা গৃহিণী।
ভগবতমণি কবরার ছিলেক নন্দিনী।।

খেরু কবরা হয় তাহান তনয়।
তাহার যে পত্নী চন্দ্রপ্রভা নামে কয়।।
ভরতরাম মহামুনসির তাহার তনয়া।
পরিচয় লিখা গেল বিশেষ জানিয়া।।
রামরত্ন দেওয়ানের দুর্ল্লভী পত্নীতে।
রবিলোচন জন্মে তাহার গর্ভেতে।।
রবিলোচন কবরা পত্নী পদ্ম নকুল।
পতি সঙ্গে কুমিল্লাতে গেল সহমৃতা।।
রামরত্ন দেওয়ানের অযোধ্যা পত্নীতে।
মঙ্গলিয়া নামে পুত্র জন্মিল তাহাতে।।

তান পত্নী সর্ব্বজয়া নাম যে রাখিল।
গঙ্গাধর সেনাপতির কন্যা যেন ছিল।।
ভদ্রমণি দেওয়ানের আর যে তনয়।
রাজু তাহার নাম লিখি পরিচয়।।
তিলোত্তমা নামে হৈল তাহান রমনী।
জুজাই কবরার ছিলেক নন্দিনী।।
রাজু সেনাপতি পুত্র সম্পদ কবরা।
গুণবতী নামে হয় তাহান যে দারা।।
চন্ডীচরণ পুত্র তাহার জন্ময়।
ভবানী তাহার ভগ্নী বলি এ বিষয়।।
রাজু সেনাপতির আর চন্দনী পত্নীতে।
নন্দু সেনাপতি জন্মে তাহার গর্ভেতে।।
নন্দু সেনাপতির হয় রঙ্গমালা রমণী।
চরই সিংহের সে যে হয়েত নন্দিনী।।
ভদ্রমণি দেওয়ানের সুলোচনা সুতা।
অভিমন্যু সিরিজাদারের হয়েত বণিতা।।
ভদ্রমণি দেওয়ান কন্যা সুদক্ষিণা ছিল।
তাহান যে পতি ভাস্কর নাম যেন হৈল।।
তাহার যে কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা নামেতে।
শম্ভু ঠাকুরের পত্নী বলিল এহাতে।।

ভাস্করের পুত্র হয় শ্রীরামঠাকুর।
দেবযানী তাহান পত্নী জাতি ত্রিপুর।।
তাহান পুত্র গৌরচন্দ্র নামে যেন।
তস্য ভগিনী পরে হৈল আরজন।।
শ্রী রামঠাকুর অপর দুই যে পত্নীতে।
দুই পুত্র জন্মিলেক দুহের গর্ভেতে।।
ভদ্রমনির নব দূর্গা প্রধান পত্নী যেন।
দূর্গামাণিক্য রানী সুমিত্রা জননী।।
রাণীমাতামহ গৌরিলাবতী আর।
তান পুত্র কৃষ্ণ দেওয়ান দূর্গামাণিক্যের।।
কৃষ্ণ দেওয়ান পত্নী নামে সন্ধ্যা মালা।
শাসিরাম নাম হয় তাহান যে বালা।।
ভদ্রমণি দেওয়ান অপর কুলছরী পত্নীতে।
কল্যাণ নামেতে কবরা জন্মিল তাহাতে।।
সুধাবতী নামে ভগ্নী তাহার হৈল।
রুদ্র সেনাপতি তাকে বিবাহ করিল।।
তান পুত্র দেবিয়া সেনাপতি যেন।
সুমিত্রারাণী তাহাকে ঠাকুর করেন।।
কল্যাণিয়া কবরার ছিলেক রমণী।
চাড়ালিয়া কামদেবের হয়েত নন্দিনী।।
হরিমণি কবরা ছিল কামদেব পিতা।

তাহান যে শ্রেণী পাহাড়াতে আছে স্থিতা।।
দেবিয়ার পত্নী যেন দ্রোপদী নামেতে।
কিশোরী যে শরী রূপেশ্বরী কন্যা তাতে।।
তাহান যে ভ্রাতা দাস নামে এক হৈল।
ভ্রাতৃ ভগ্নী চারিজন এহাতে লিখিল।।
দেবীয়ার অপর পত্নী নামে দুর্গাবতী।
অঞ্জাগরায় নামে হৈল তাহার সন্ততি।।
ভদ্রমণি দেওয়ানের বাটীর পশ্চিমে।
পুষ্করিনী দিলেক যে আপনার নামে।।

ভদ্রমণি দেওয়ান কালপ্রাপ্ত হৈল।
তান পত্নী নবদূর্গা সহগামি গেল।।

ইতি ভদ্রমনি দেওয়ান শ্রেণী কথনে উনবিংশতি প্রকরনম্।।

(২০) মোহন সিং কারকোন শ্রেণী

ফকির চান্দ বড় কাহেত ছিল একজন।
ভদ্রমণি দেওয়ান যে তাহার নন্দন।।
তাহান ভগিনী যেন নামে ভাগ্যবতী।
আমনরায় সেনাপতি ছিল তান পতি।
তস্য পুত্র মোহন সিংহ হৈল একজন।
তান ভ্রাতা ইন্দ্রসিং হইল কার কোন।।
মোহন সিং কার কোন রাজধর মাণিক্যের।
ইন্দ্র সিং কার কোন রামগঙ্গা ভূপের।।
মোহন সিংহের পত্নী মোহদা নামেতে।
জঙ্গঁলিয়া কন্যা তিনি বলিল এহাতে।।
পুনপ্তী নামেতে মোহন সিংহের নন্দিনী।
দূর্গাচরণ দেওয়ানে সোদরা ভগিনী।।
তাহান কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীচরণ।
পূর্ন রেখা নামে ভগ্নী জন্মে আরজন।।
মোহন সিংহের হয় পুনপ্তী দুহিতা।
রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের হয়েত বণিতা।।
তাহান যে কন্যা কৃষ্ণ প্রিয়া ক্রমে হৈল।
ছত্র মাণিক্য বীজে বিশেষ লিখিল।।
মোহন সিংহের কন্যা পূর্ণরেখা যেন।
রাজমঙ্গল নাজীর পতি যে তাহান।।
তাহার যে বংশ শ্রেণী আছে বিস্তারিত।
রাঘবরাম নাজীর বীজে লিখা ক্রমাগত।।
মোহন সিং কারকোন পুত্র ভবানী চরণ।
বাবু নামে পত্নী তান বলি নিরোপণ।।

ধনঞ্জয় সুবার কন্যা তিনি যেন ছিল।
তাহার যে সন্তানাদি কিছু না হইল।।
ভবাণী চরণ অপর সাইয়াপ্তি পত্নীতে।
কৃষ্ণমোহন পুষ্য করিল তাহাতে।।
তস্য পত্নী হইলেক নামেতে সাছনী।
কৃষ্ণকিশোর নৃপের হয়েত নন্দিনী।।
কৃষ্ণমোহন পুত্র একজন হৈল।
তস্য সহোদরা এক ভগিনী জন্মিল।।
দুর্গাচরণ দেওয়ান সুত শ্রীজগমোহন।
সারদা তাহান পত্নী বলিল এখন।।
রাজমণি উজীর কন্যা তিনি যেন হয়।
অভয়চরণ ঠাকুর তাহার তনয়।।
জয়দুর্গা কুমারী অভয়চরণ ঘরিনী।
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের প্রধানা নন্দিনী।।
মোহন সিংহের আরেক মণী পত্নীতে।
রামচরণ পত্নী নামে গয়াবতী।।
পুত্র এক জন্মিলেক বলিলাম ইতি।।
মোহন সিংহে ভ্রাতা ইন্দ্রসিং নামেতে।
সন্ধ্যামালা নামে পত্নী হইল তাহাতে।।
বীরমণি নেবোজীর কন্যা পরিচয় দিল।
তারপরে লিখিতেছি আর যেবা হৈল।।
ইন্দ্রসিং কারকোন অপর অভয়া পত্নীতে।
গৌরীচরণ নামে জন্মিল তাহাতে।।
তার পত্নী চন্দ্রধর কারকোন সুতা।
দাগী তাহান নাম রাখিলেক পিতা।।
গৌরীচরণ ভগ্নী চন্দ্রমালা যেন।
নন্দ দুলাল সেনাপতি যে তাহান।।

ইতি মোহন সিং কারকোন শ্রেণী কথনে বিংশতি প্রকরনম্।।

(২১) গোবর্দ্ধন কবরা শ্রেণী

ভাগ্যবন্ত ঠাকুরে রাজার দৌহুত্র সন্ততি।
তস্য পুত্র গোবর্দ্ধন কবরা যে খ্যাতি ।।
তাহান পত্নী ভাগ্যবতী নামে ছিল।
তাহান গর্ভেতে এক কন্যা যে জন্মিল ।।
তাহার যে পতি ছিল চাড়ালিয়া কবরা।
পঞ্চমী তাহান কন্যা যেমত অপ্সরা ।।
রাজধর মানিক্য পত্নী ছিলেন যে তিনি।
সন্তান তাহান নাই এইমাত্র জানি ।।
পঞ্চমীর ভগ্নী যেন ফেদুরী নামেতে।
গঙ্গা প্রসাদের পত্নী কহিল এহাতে ।।
গঙ্গাপ্রসাদ সেনাপতি রাজুয়া তনয়।
পরিচয় জন্যে লিখি জানিবা নিশ্চয় ।।
তাহার বংশের নাম চোন্তাইর বীজিতে।
বিশেষত লিখা আছে জানিবা তাহাতে ।।
গোবর্দ্ধন কবরার অপরা পত্নীতে।
লোচি সিং ঠাকুর যেন জন্মিল তাহাতে ।।
তাহান যে পত্নী হয় রম্ভা ঠাকুরাণী।
জয়দেব উজীরের ছিলেক নন্দিনী ।।
লোচি সিং ঠাকুর পত্নী রম্ভার গর্ভেতে।
পুত্র কন্যা না হইল জানিবা এহাতে ।।

ইতি

গোবর্দ্ধন কবরা শ্রেণী কথনে একবিংশতি প্রকরনম্।।

(২২) রামনারায়ণ ঠাকুর শ্রেণী।

মুকুন্দ মানিক্য নৃপের রাণী প্রভাবতী।
বড়ুয়া রাজার জ্ঞাতির হয় কন্যা ইতি ।।

ইন্দ্র মাণিক্য কৃষ্ণ মাণিক্য ভুপতি।
ভদ্রমণি ঠাকুর যে মহেন্দ্র সন্ততি ।।
কৃষ্ণমাণিক্য মাতামহের বংশের।
দৌহুত্র বংশেতে জন্মে ঘোসাল ঠাকুর ।।
তাহান কনিষ্ঠ লালঠাকুর নামে ছিল।
তৎ কনিষ্ঠ সাহেব রাম নামেতে হইল ।।
লাল ঠাকুর পত্নী সোলকা নামেতে।
তুলাবতী নামী কন্যা জন্মিল তাহাতে ।।
তুলাবতী পতী ঠাকুর রাম নারায়ণ।
তস্য মাতা পিতা নাম কহিয়ে এখন ।।
রাম নারায়ণ পিতা রূপ নারায়ণ।
তান পত্নী পদ্দী যে বলি নিরোপণ ।।
রাম নারায়ণ কন্যারাণী চন্দ্রতারা।
রামগঙ্গা মাণিক্যের ছিলেন যে দারা ।।
তস্য পুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য জন্মিল।
রামগঙ্গা মাণিক্য বীজে বিশেষ লিখিল ।।
রামনারায়ণ পুত্র ছয়জন হয়।
রাজেন্দ্র নন্দলাল যে বলি পরিচয় ।।
তাহান কনিষ্ঠ মোহনলাল ঠাকুর হৈল।
নরসিংহ হরলাল পশ্চাতে জন্মিল ।।
তান সহোদর কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর যেন।
সহোদর সহোদরা হৈল সপ্তজন ।।
নন্দলালের পত্নী ভাগীরথী ছিল।
ব্রজেশ্বরী নন্দেশ্বরী কন্যা তান হৈল ।।
জানকীরাম ঠাকুর ব্রজেশ্বরী পতি।
রাজা প্রভুরামের যে হয়েন সন্ততি ।।
তাহান পুত্র কন্যার না লিখিল শ্রেণী।
ছত্রমাণিক্য বীজে লিখা গেল পুনি ।।
নন্দেশ্বরী পতি নাম বলি যে এখন।
জানকী রামদত্ত নামে হয় নিরোপণ ।।

মোহনলাল ঠাকুর পত্নী গঙ্গাঁনাম্নী হৈল।
প্রকাশচন্দ্র উদয়চন্দ্র সন্তান জন্মিল ।।
রসমঞ্জুরী নামেতে তাহান ভগিনী।
সহোদর সহোদরা কহিলাম শুনি ।।
রামনারায়ণ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
রাধিকা নাম্নী কুমারী করে পরিণয় ।।
কাশীচন্দ্র মাণিক্যের হয়েত নন্দিনী।
অল্পকালে কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যু হৈল জানি ।।

ইতি রামনারায়ণ ঠাকুর শ্রেণী কথনে দ্বাবিংশতি প্রকরনম্।।

(২৩) উত্তর সিং উজির শ্রেণী

ছরাও রায় দৈত্যসিং ছিল একজন।
তার নাম উত্তর সিং হৈল নারায়ণ ।।
জয় মাণিক্য থেকে উজীর করিল।
উত্তর সিংহের কন্যা রত্নমালা হৈল ।।
হরিমণি যুবরাজ তাহান যে পতি।
তাহান গর্ভেতে না হইলেক সন্ততি ।।
উদয় সিং উজীরের কনিষ্ঠা পত্নীতে।
দূর্গারাম নাম যেন জন্মিলা তাহাতে ।।
সর্ব্বমঙ্গঁলা হয় তাহান রমণী।
গোবর্দ্ধন কবরার ছিলেক নন্দিনী ।।
সর্ব্বমঙ্গঁলার কন্যা রাজমালা হৈল।
রামকানাই ঠাকুরে তাকে বিবাহ করিল ।।
দূর্গারামের আর অপরা পত্নীতে।
রামপ্রসাদ সেনাপতি জন্মিল তাহাতে ।।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ সেনাপতি।
তাহান যে সহোদরা হরিমালা ইতি ।।
রামপ্রসাদ পত্নী নামে ইন্দ্রমালা।
মণিরাম সেনাপতির হয়েন যে বালা ।।

গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রসাদ তাহার তনয়।
তারা, রাধিকা, পদ্মা ভগ্নী তিন হয় ।।
রঘুয়া যে হইলেক তারার যে পতি।
টোকানিয়া সেনাপতির হয়েত সন্ততি ।।
রাধিকার পতি হয় নামে ভদ্রমণি।
তারপরে লিখিতেছি আমি যেবা জানি ।।
পদ্মার পতি নাম না লিখি বীজিতে।
বিবাহ না হৈছে পতি লিখিব কি মতে ।।
রামপ্রসাদের আর অপরা পত্নী ছিল।
পদ্মলোচন পুত্র তাহাতে জন্মিল ।।
পদ্মলোচনের নয়নতারা যে রমণী।
মনিরাম সেনাপতির কন্যা হয় জানি ।।
রামপ্রসাদের ভ্রাতা কৃষ্ণ সেনাপতি।
সন্তানাদি বর্তমান বলিল সম্প্রতি ।।
কৃষ্ণ সেনাপতির হরিমালা যে ভগিণী।
রক্ষামনি ঠাকুরের হয়েত গৃহিণী ।।
তাহার যে বিস্তারিত না লিখি এহাতে।
তিনকুড়ি ঠাকুর বীজে লিখি ক্রমাগতে ।।

ইতি উত্তর সিং উজির শ্রেনী কথনে
ত্রয়োবিংশতি প্রকরনম্।।

(২৪) শুকদেব শ্রেণী

গঙ্গাধর নাম যেন সেনাপতি ছিল।
তাহার তনয় শুকদেব যে হইল ।।
তাহান যে পত্নী হয় অম্বিকা নামেতে।
জয়দেবোজীর কন্যা বলিল ইহাতে ।।
শুকদেবের কন্যা চন্দ্র রেখা যেন।
আর কন্যা ইন্দ্ররেখা নাম যে তাহান ।।
চন্দ্ররেখার পতি কালীচরণ ছিল।
চাড়ালিয়া কারকোন ইন্দ্ররেখা পতি হৈল ।।

চন্দ্ররেখা ইন্দ্ররেখা দুহের সন্ততি।
জয়দেবোজীর বীজে লিখা গেল ইতি ।।
যশোদা নামেতে শোকদেবের ভগিণী।
তার পতি কাঙ্গলিয়া সেনাপতি তিনি। ।
ভদ্রমণি দেওয়ানের শালা কাঙ্গলিয়া।
সেনাপতি হইলেক বলিল জানিয়া ।।
তাহার যে পুত্র চন্ডিয়া সেনাপতি।
তস্য পত্নী হইলেক নামে গুনবতী ।।
জয়েন্দ্র সেনাপতির কন্যা যেন হয়।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিল নিশ্চয় ।।
চন্ডিয়া সেনাপতির পুত্র যেন হৈল।
রামশঙ্কর মোহনরাম নাম যে রাখিল ।।
তস্য ভগ্নী গৈরা রাজেশ্বরী নামে হয়।
তারামণি কামিনী যে চারিজনা কয়। ।।
গৈরার পতি হইলেক লবা সেনাপতি।
গৌপীনাথ গৌরমোহন গৌরহরি সন্ততি ।।
রসবতী নামে ভগ্নী তাহার হইল।
লবার যে পুত্র কন্যা এ চারি লিখিল ।।
তারামণির পতি হৈল ভাস্কর নামেতে।
রোহিনী আর দেবজানী জন্মিল তাহাতে ।।
কালীকৃষ্ণ সেনাপতি কামিনীর পতি।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিলাম ইতি ।।
রাম শঙ্করের পত্নী নামেতে যৌবনী।
শিবজয় ঠাকুরের হয়েত নন্দিনী ।।
গদাধর সেনাপতির লক্ষ্মী কন্যা হয়।
রাঘব তাহার পতি বলিল নিশ্চয় ।।
তস্য পুত্র দয়ারাম, ভগ্নী কৃষ্ণমালা।
চন্দ্র ঘালিমের হয় তিনি যে অবলা ।।
তার পুত্র কালীচরণ নবরত্ন হয়।

রঘুনাথ নামে হৈল কনিষ্ঠ তনয় ।।
দয়ারামের বৈদ্যনাথ সুত হৈল।
গদাধরের বংশ বীজে সমাপ্ত করিল ।।

ইতি শুকদেব শ্রেণী অর্থাৎ চন্ডিয়া সেনাপতির বীজি কথনে চতুর্বিংশতি প্রকরনম্ ।।

(২৫) লক্ষ্মণ কারকোণ শ্রেণী

জগন্নাথ কত্তাল মিসিব নাম যেন ছিল।
তান যে পত্নী ভাগ্যবতী নামে হৈল ।।
তাহান তনয় হয় নাম যে লক্ষ্মণ।
দূর্গামাণিক্যে তাকে করেন কারকোণ ।।
লক্ষণ ভগনী হয় বৈশাখী নামেতে।
তাহার পতির নাম না জানি নিশ্চিতে।।
লক্ষণের পত্নী কাঞ্চমালা নাম যেন।
তস্য পুত্র ইন্দ্রজিৎ, লবা, দেবচরণ ।।
ইন্দ্রজিতের পত্নী কৌশল্যা নামেতে।
রামচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা হয় তাতে ।।
ইন্দ্রজিৎ সুত গদাধর আরজন।
তাহার যে এক ভগ্নী জন্মিল তখন ।।
গদাধরের পত্নী সত্যভামা হৈল।
রামধন নারাণ কন্যা পরিচয় দিল ।।
ইন্দ্রজিতের কন্যার যে পতি।
টুকিয়া সেনাপতি চাড়ুয়া কারকোন সন্ততি ।।
ইতি লক্ষ্মন কারকোণ শ্রেণী কথনে পঞ্চবিংশতি প্রকরণম্।

(২৬) কারিচরন ঠাকুর শ্রেণী ।

শুন বল্লভ নারায়ণ ছিল একজন।
তস্য পুত্র রামসিং জন্মিল তখন ।।
তাহান পত্নীর নাম রাজিয়া হইল।

মঙ্গঁলার মাসীর কন্যা পরিচয় দিল ।।
মঙ্গঁলা যে জয়দেব উজির ঘরণী।
পরিচয় জন্যে নাম লিখা গেল পুনি।।
রামসিংহের পুত্র কন্যা হইলেক দ্বয়।
কালীচরণ ঠাকুর ভগ্নী কমলা যে হয় ।।
কালীচরন ঠাকুরের প্রধানা রমণী।
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম ছিল এই মাত্র জানি ।।
হাড়িনী তাহার কন্যা বলি পরিচয়।
অভিরাম তাকে যে করে পরিণয় ।।
কালীচরণের অপর পরানী পত্নীতে।
পার্ব্বতী পতনী দুই জন্মিল তাহাতে ।।
পার্ব্বতীর পতি মঙ্গঁলজিৎ শিষ্টমতি।
রামহরি বড়ওয়া হৈল পতনীর পতি ।।
কালীচরণ আর রমণী জবীতে।
কৃষ্ণমোহন, কুঞ্জমোহন জন্মিল তাহাতে ।।
তাহার যে সহোদর শ্রী কুঞ্জবিহার।
দৈবকী তাহার ভগ্নী জন্মিলেক আর ।।
কৃষ্ণমোহনের পত্নী উমাতারা হৈল।
কৃষ্ণচন্দ্র কারকোন কন্যা পরিচয় দিল ।।
দৈবকীর পতি নাম এই যেন হয়।
নামেতে অভিচরণ কহিল নিশ্চয় ।।
কালীচরণ ঠাকুরের রবিরং পত্নীতে।
তাঘিতি আঘিতি কন্যা জন্মিল তাহাতে ।।
তাঘিতির পতি হয় শ্রী কাশীচরন।
আঘিতির পতি নাম হৈল শতানন ।।
কালীচরণ ভগিনী কমলা যে ছিল।
চাড়ালিয়া সেনাপতি তান পতি হৈল ।।
ফাল্গুন নামেতে হৈল তাহার তনয়।
খিলেংতি তাহার পত্নী বলি পরিচয় ।।

ইতি কালিচরণ ঠাকুর শ্রেণী কথনে ষড়াবিংশতি প্রকরনম্ ।।

(২৭) বীররত্ন কাইত শ্রেণী

বীররত্ন কাইতের অপরা পত্নীতে।
মনিরাম সেনাপতি জন্মিল তাহাতে ।।
তাহার যে পত্নী লক্ষ্মী হইলেক জানি।
তারপরে লিখিতেছি তাহার যে শ্রেনী ।।
মণিরাম পুত্র রামজয় রামচরণ।
কমলিয়া নামে হৈল কনিষ্ঠ নন্দন ।।
মণিরামের কন্যা পঞ্চজন হৈল।
পৃথক পৃথক বলিতেছি কন্যা যে সকল ।।
দূর্গানাম্নী কন্যাপতি তিনকুড়ি নামেতে।
কাদবাতে ছিল বাটী জানিবা তাহাতে ।।
আর কন্যা ইন্দ্রমালা তাহার যে পতি।
রামপ্রসাদ দূর্গারামের সন্ততি ।।
চন্দ্রমালা নাম কন্যা তাহান যে ছিল।
কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাণী যে হইল ।।
বিষ্ণুমালার পতি শ্রী পদ্মলোচন।
ঠাকুর যে ছিল তিনি বলিল এখন ।।
মনিরামের পঞ্চকন্যা নাম হরিমালা।
জগমোহন ত্রিপুরার হয়েত অবলা ।।
মনিরাম সেনাপতির অপরা পত্নীতে।
নয়ন তারা নামে কন্যা জন্মিল তাহাতে ।।
তাহার যে পতি হয় শ্রী কৃষ্ণমোহন।
মনিরামের ছয়কন্যা করিল লিখন ।।
রামজয় পত্নী নামে নন্দিনী যে ছিল।
জয়রামে বিবা করে আগরতলা শুনি ।।

রামজয়ের আর কনিষ্ঠা দুহিতা।
শিবচন্দ্র ঠাকুরের হয়েত বণিতা ।।
রামচরণ পত্নী করুনা নামেতে।
গঙ্গাঁ প্রসাদের কন্যা জানিবা তাহাতে ।।
ইন্দ্র মাণিক্যের পতি রামপ্রসাদ ছিল।
দূর্গারামের বীজে বিশেষ লিখিল ।।

ইতি বীররত্ন কাইত শ্রেণী কথনে সপ্তবিংশতি প্রকরনম্ ।।

(২৮) উত্তর সিং শ্রেণী

জয়রত্ন পত্নী ভঙ্গীঁ নাম যে ছিল।
উত্তর সিং মহামুনসির তান পুত্র হৈল ।।
তান ভ্রাতা চান্দরাম হয় সেনাপতি।
তৎ কনিষ্ঠ ভরতরাম সেনাপতি খ্যাতি ।।
অযোধ্যা নামেতে হৈল তাহান ভগিনী।
কাশীচন্দ্র মহারাজের হয়েন জননী ।।
উত্তর সিংহের পত্নী নামেতে ময়েনী।
তারপরে লিখিতেছি তাহার যে শ্রেণী ।।
উত্তর সিংহের যেন হয়েত তনয়।
কৃষ্ণচন্দ্র কারকোন বলি পরিচয় ।।
ব্রজেশ্বরী নাম হৈল তাহার পরিণী।
রামরত্ন ঠাকুরের হয়েত নন্দিনী ।।
কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র সাছনিয়া ঠাকুর।
সাছনী তাহান ভগ্নী কহিল তৎপর ।।
তাহার আর ভগিনী নামেতে হাড়িনী।
উমাতারা জয়তারা ভগ্নীতান জানি ।।
রত্নমণি ঠাকুর হয় সাছনীর পতি।
রক্ষামণির অপর পত্নীর সন্ততি ।।
হাড়িনীর পতি হয় নামেতে সুদন।

উমাতারার পতি হয় শ্রী কৃষ্ণমোহন ।।
কালীচরণ ঠাকুরের হয়েত তনয়।
এ অবধি তাহার যে লিখি পরিচয় ।।
জয়তারার পতি গোবিন্দরাম যেন।
কৃষ্ণচন্দ্রের বিমাতা খঞ্জনী আরজন ।।
তাহার কন্যা হয় নামে সুলোচনা।
কালীপ্রসাদ ঠাকুরের পত্নী সেই জনা ।।
খঞ্জনীর আর কন্যা লক্ষী নাম হৈল।
সোমগ বড়ুয়া তাকে বিবাহ করিল ।।
উত্তর সিংহের ভ্রাতা চান্দরাম যেন।
রাজমালা নামে পত্নী হইল তাহান ।।
তেলারায় নামেতে হয় তাহার তনয়।
লক্ষ্মী নাম্নী ভগ্নী তান পরেতে জন্ময় ।।
তেলারায়ের পত্নী হয় ভূলাপ্তী নামেতে।
তান শ্রেণী কহিতেছি তাহার পশ্চাতে ।।
চান্দরামের কন্যা লক্ষ্মী তাহার যে পতি।
দেবসিংহ বড়ুয়া তাহার যে খ্যাতি ।।
চান্দরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতরাম হয়।
দাগনী তাহান পত্নী কহিল নিশ্চয় ।।
চন্দ্রপ্রভা নাম যেন তাহার নন্দিনী।
গোবর্দ্ধন কবরার হয়েত রমণী।।
ভরতরাম আর পত্নী অঞ্জনা নামেতে।
ঘাষিরাম কবরা যেন জন্মিল তাহাতে ।।
সারদা তাহান পত্নী বলিল এখন।
রুদ্রমণি নেবোজীর কন্যা নিরোপণ ।।
ঘাষিরাম পুত্র বিশ্বনাথ নামে হৈল।
বিবাহ না হৈছে তার পত্নী না লিখিল ।।

ইতি উত্তর সিং শ্রেণী কথনে অষ্টাবিংশতি প্রকরনম্ ।।

গোবিন্দ মাণিক্য শ্রেণীবর্গের বংশ তালিকা

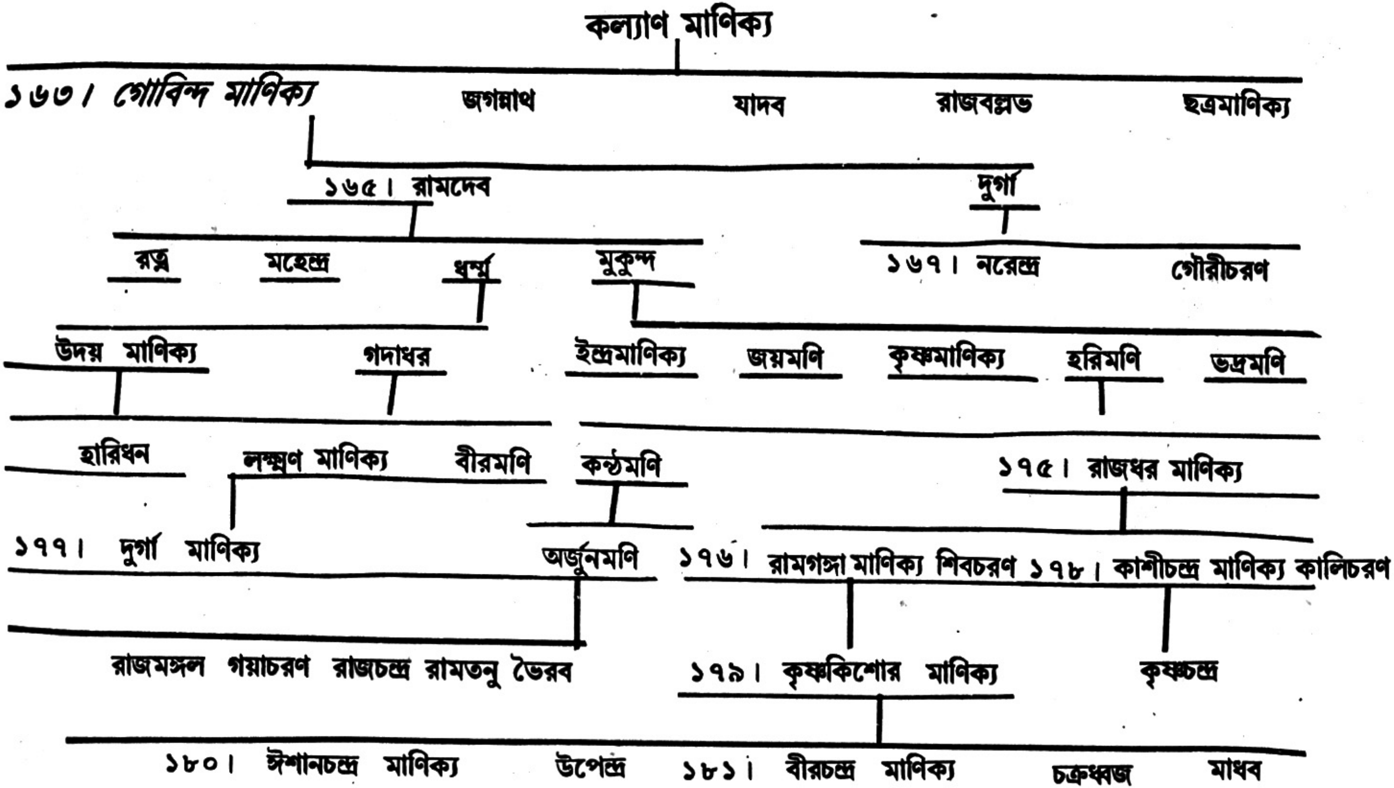

ছত্র মাণিক্যে শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

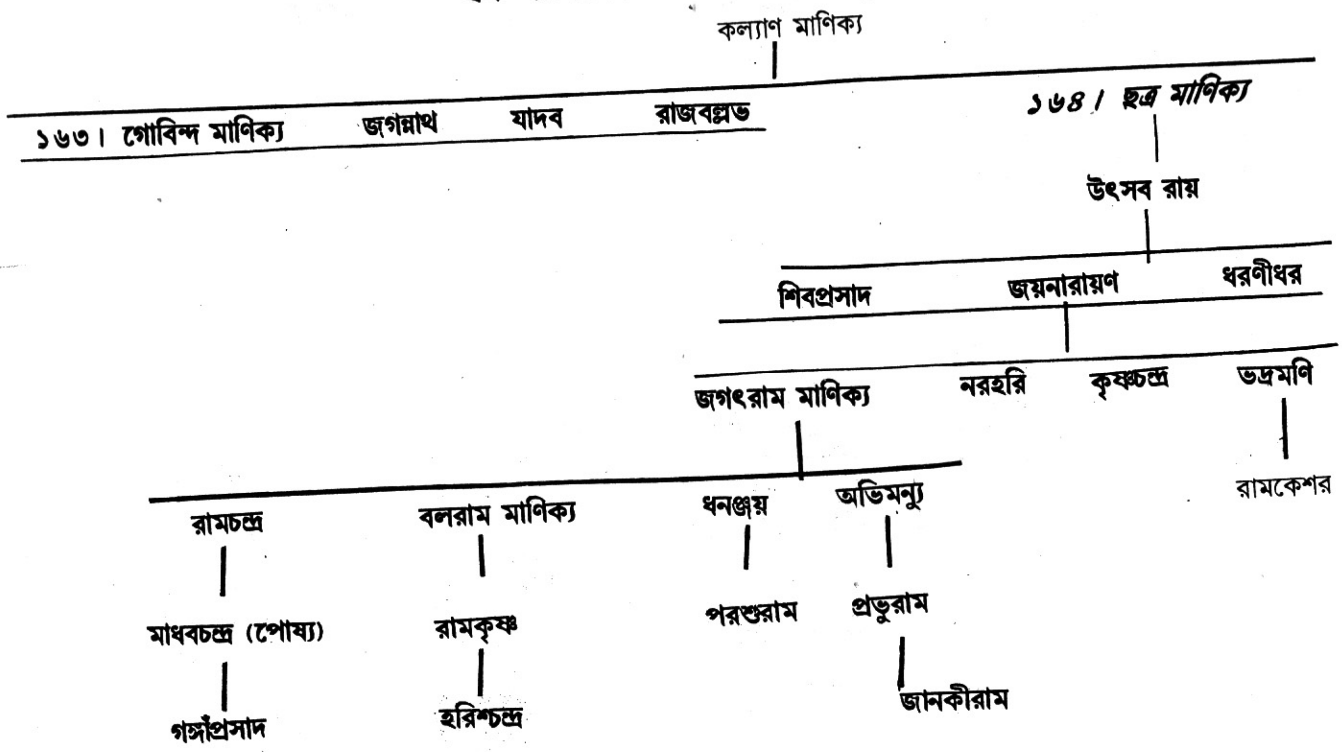

জগন্নাথ ঠাকুর শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

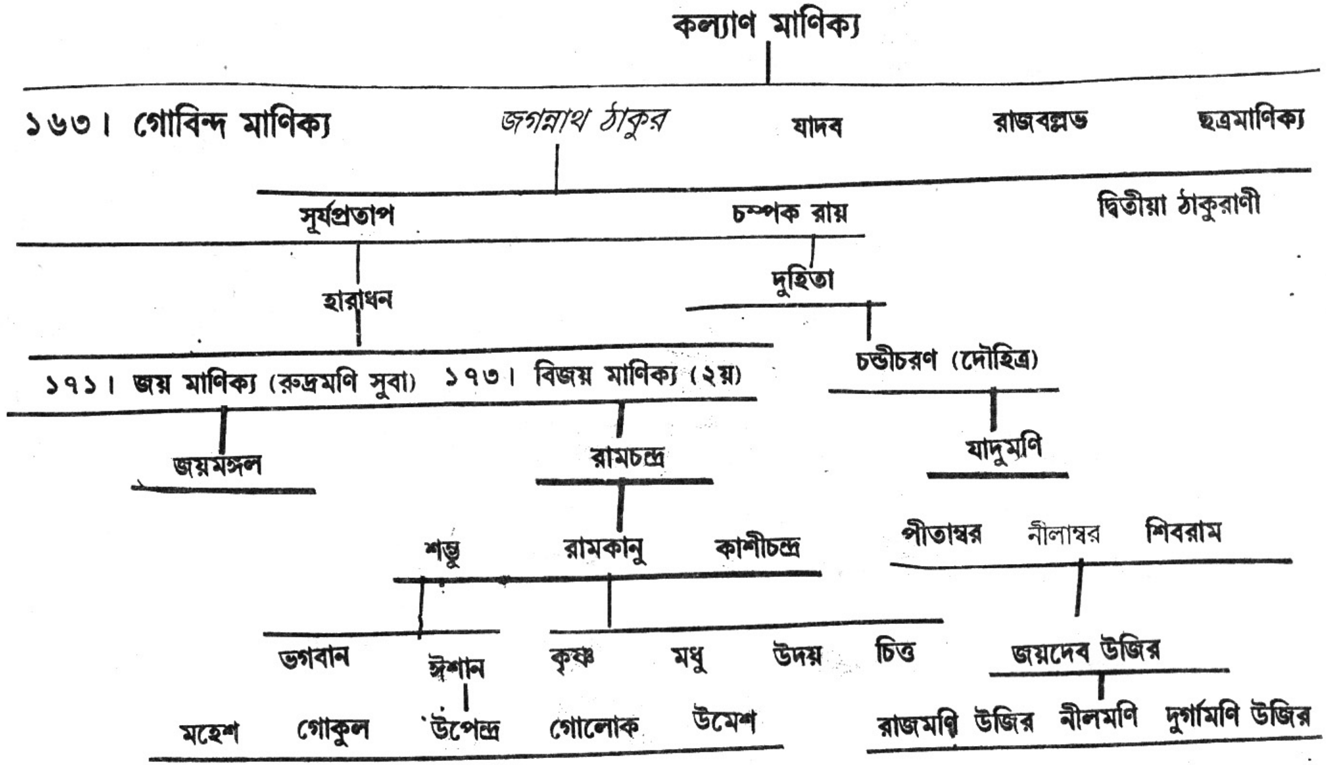

যাদব ও রাজবল্লভ শ্রেণীবর্গের বংশ লতিকা

কল্যাণ মাণিক্য

১৬৩। গোবিন্দ মাণিক্য   জগন্নাথ ঠাকুর   *যাদব ঠাকুর*   *রাজবল্লভ ঠাকুর*   ১৬৪। ছত্রমাণিক্য

যাদব ঠাকুর
- ফেরী ঠাকুর
  - কালিচরণ ঠাকুর